জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in | /DigitalJagoBangla | /jagobangladigital | /jago_bangla | www.jagobangla.in

রিঙ্কুকে হুমকি

৫ কোটি টাকা চেয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা রিঙ্কু সিংকে হুমকি দিল দাউদ বাহিনী। ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে ২ জন। ফেব্রুয়ারি মাসে এই ফোনগুলি পাওয়ার পর অভিযোগ জানানো হলে গ্রেফতার হয় দুই অভিযুক্ত

নতুন ঘূর্ণাবর্ত

উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে। উত্তরে নতুন করে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া অফিসের অনুমান, সপ্তাহ-শেষে বিদায় নেবে বর্ষা

স্বাভাবিক হচ্ছে উত্তর, পুনর্গঠনের কাজ চলছে, সান্দাকফুতে ট্রেকিং

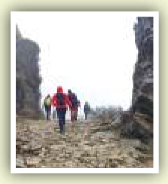

অভিষেকের উদ্যোগে ইরান থেকে ফিরছেন ১২ শ্রমিক

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৩৪ ● ১০ অক্টোবর, ২০২৫ ● ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 134 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 10 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আগুন নিয়ে খেলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ, বললেন ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

এসআইআরের নামে এনআরসির চক্রান্ত

অসম সরকার কী করে বাংলাকে নোটিশ পাঠায়?

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় এসআইআরের আড়ালে রাজ্যে এনআরসি চালুর চক্রান্ত শুরু হয়েছে। যার পিছনে রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার নবান্নে বিজেপির এই চক্রান্ত ফাঁস করে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, এসব বরদাস্ত করা হবে না। একটি বৈধ নামও যদি বাদ যায় তা মেনে নেওয়া হবে না। এত তাড়াহুড়ো কীসের জন্য? এর পিছনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, কয়েকদিন আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দলীয় মিটিংয়ে বলেছিলেন, অনেক নাম বাদ দেওয়া হবে। উনি বাদ দেওয়ার কে? আজ ওরা আছে, কাল থাকবে না। বিজেপির মন্ত্রী যদি আগে থেকে বলেন, দেড় কোটি মানুষের মানুষের নাম বাদ যাবে, তাহলে সেই মন্ত্রীকে বাদ দেওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বন্যাবিধ্বস্ত বাংলা। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর করা সম্ভব নয়। মানুষের নথি ভেসে গিয়েছে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে যদি কোনও সম্প্রদায়ের নাম বাদ যায় তাহলে তা মেনে নেওয়া হবে না। বাংলার দুই নাগরিককে এনআরসি নোটিশ দেওয়া প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, এসআইআরের নামে কেন এনআরসির নোটিশ? কোন অধিকারে অসম সরকার এই নোটিশ পাঠায়? গায়ের জোর? পারবেন না। বিজেপি সব সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। উৎসব আর বিপর্যয়ের মাঝে এসআইআর করতে চাওয়ার মধ্যেই চক্রান্ত রয়েছে। বাংলার মানুষ ধরে ফেলেছেন। বিজেপি বুঝতে পারবে। (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সাঁঝের খেয়ায়

দীপান্বিতার দীপ সন্ধ্যায়
দ্বীপবাসিনীর দূরদেশী ভাই,
আকুলি-কাকুলির ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়
ভাইবোনের এই তিথি মেলায়,
মনে পড়ে সব জীবন বেলায়
সকাল-দুপুর-সাঁঝের খেয়ায়
আমি কোথায়, তুমি কোথায়?
জীবন যে আজ হেথায়-হোথায়।
জীবন কখনও শেষ সন্ধ্যায়
একদিন সবই ফুরিয়ে যায়।।

গ্রুপ-সি ও ডি'তে নিয়োগ, বিজ্ঞপ্তি দিল এসএসসি

শুভেচ্ছা ব্রাত্যর

প্রতিবেদন : জেলায় জেলায় স্কুলগুলিতে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। এসএসসি-র তরফে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর এক্স হ্যান্ডেলে বাংলার কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীদের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। বাংলার কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশ এবং সক্রিয় পর্যবেক্ষণে রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের এটি আরও একটি পদক্ষেপ! এই পদে আবেদনকারী কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল! প্রসঙ্গত, গ্রুপ-সিতে নিয়োগের জন্য শূন্যপদ রয়েছে ২৯৮৯টি এবং গ্রুপ-ডিতে শূন্যপদ রয়েছে ৫৪৮৮টি। আগামী ৩ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন কর্মপ্রার্থীরা।

এফআইআর থেকে রাজভবন ত্রিপুরায় চাপ বাড়াল তৃণমূল

দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের প্রতিবাদে রাজ্যপালের সচিবের হাতে স্মারকলিপি দিলেন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা।

আগরতলা : বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও দিনভর ত্রিপুরা পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়াল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল। থানা থেকে রাজভবন— সর্বত্র তথ্য-প্রমাণ দিয়ে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানানো হল। বুধবার ডিজি-র সঙ্গে দেখা করেছিলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার প্রথমেই তৃণমূলের ৬ সদস্যের প্রতিনিধিদল যায় আগরতলা থানায়। সেখানে এসিপি-র সঙ্গে দেখা করে তৃণমূলের সদর দফতরে ভাঙচুরে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। সেইসঙ্গে অতীতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য নেতা-নেত্রীকে আক্রমণের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। প্রতিনিধিদলের তরফে আগেই ত্রিপুরার রাজ্যপালের কাছে দেখা করার সময় চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি দিল্লি চলে যাওয়ায় তাঁর সচিব শ্রী চাকমার কাছে সমস্ত দাবিসনদ দেন প্রতিমা মণ্ডল, কুণাল ঘোষ, সায়নী ঘোষ, সুস্মিতা দেব, বীরবাহা হাঁসদা ও সুদীপ রাহারা। এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিনিধিদলের সদস্য ও তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (এরপর ১২ পাতায়)

ইস্ট আগরতলা থানায় অভিযোগ জানাচ্ছেন তৃণমূলের ৬ সদস্যের প্রতিনিধিদল।

বিপর্যয় মোকাবিলায় রাজ্য দেবে সাহসিকতার পুরস্কার

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী ফের উত্তরে, দেখবেন কাজ

প্রতিবেদন : আবার উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী সোমবারই তিনি উত্তরে যেতে পারেন। সেখানে গিয়ে পুনর্গঠনের কাজে অগ্রগতি যেমন দেখবেন, পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজগুলি নিয়েও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। উত্তরে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে-সমস্ত দমকল কর্মী, এসডিআরএফ সদস্য, ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, পুলিশ এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মী প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার এবং ত্রাণের কাজ করেছেন, তাঁদের বিশেষ সম্মানিত ও পুরস্কৃত করবে সরকার। নবান্ন সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে।

আগামী সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরে যাচ্ছেন। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাগুলির পাশাপাশি দার্জিলিংও যাবেন। সেখানকার কাজ নিয়ে তিনি যথাযথ নির্দেশ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণে বন্যার মূল কারণই হচ্ছে, অনিয়ন্ত্রিতভাবে জল ছাড়া। ডিভিসি এবং পাঞ্চেতকে এ-ব্যাপারে বারবার বলা সত্ত্বেও সমাধান হয়নি। এই কারণে ডিভিসি ও পাঞ্চেতের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। আগামী ১১ অক্টোবর প্রথমে ডিভিসির মাইথন এবং তারপর পাঞ্চেত ঘেরাও করে প্রতিবাদ জানানো হবে। সব মিলিয়ে কড়া পদক্ষেপই নিতে চাইছে রাজ্য। অন্যদিকে, নতুন করে নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ফের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সর্তক করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 October, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৭৩৩
রাজা নবকৃষ্ণ দেব (১৭৩৩-১৭৯৭)

এদিন কলকাতার শোভাবাজারে (তখনকার নাম ছিল রাসপল্লি) জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার বুকে ইংরেজদের প্রতিপত্তি বিস্তারের অন্যতম সহায়ক। ১৭৬৬-তে ক্লাইভের চেষ্টায় 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধি ও ৬ হাজারি মনসবদারের পদ পান। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতো তাঁরও পণ্ডিতসভা ছিল। মায়ের শ্রাদ্ধে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। সেই শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত অভ্যাগত ও দীনদরিদ্রদের জন্য পণ্যবীথিকা নির্মাণ করেন। সেই সূত্রে পূর্বতন রাসপল্লির নতুন নাম হয় সভাবাজার, লোকমুখে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় শোভাবাজার। কলকাতায় মাদ্রাসা কলেজ ও সেন্ট জর্জ চার্চ নবকৃষ্ণের দান করা জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৮৭০
তিনকড়ি (১৮৭০-১৯১৭) এদিন কলকাতায় এক যৌনকর্মীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন বঙ্গ রঙ্গালয়ে সম্মানিত অভিনেত্রী ছিলেন। বিল্বমঙ্গল নাটকে নির্বাক সখীর ভূমিকায় অভিনয় জীবনের শুরু। মীরাবাই, মুকুলমুঞ্জরা, জনা প্রভৃতি নাটকে অনবদ্য অভিনয় করে প্রশংসিত হন। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, "বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী তিনকড়িই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী।" জীবনে বহু অর্থ উপার্জন করেছেন, দানও করেছেন। তাঁর দুখানি বড় বাড়ি তিনি বড়বাজার হাসপাতালকে উইল করে দান করে দিয়ে যান।

২০১১

গজলসম্রাট জগজিৎ সিং-এর (১৯৪১-২০১১) প্রয়াণদিবস। আসল নাম জগমোহন সিং। তাঁকে নিয়ে লিখতে বসে বাংলার এক কবি লিখেছেন, "বিরহের যদি কণ্ঠ থাকত বিষণ্ণতার ঠোঁট এরকমই হত গান, ... আমাদের সব ব্যথায় তিনিই গালিবের মেহমান"। তিনি পাঞ্জাবি, হিন্দি, উর্দু, বাংলা, গুজরাটি, সিন্ধি ও নেপালি ভাষাতেও গান গেয়েছিলেন। ২০০৩ সালে সংগীত ও সংস্কৃতি জগতে অবদানের জন্য তাঁকে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মভূষণ দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

১৯৬৪ টোকিও অলিম্পিক গেমস শুরু হয় এদিন। এশিয়ার বুকে এবারই প্রথম অলিম্পিকের আসর বসে। ৯৩টি দেশের পাঁচ হাজার প্রতিযোগী অংশ নেয়। এই অলিম্পিকেই প্রথম পরিসংখ্যান রাখার জন্য কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

১৯১৬

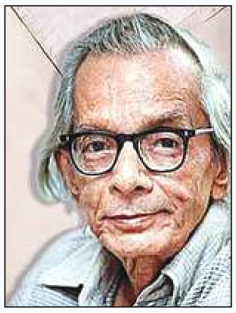

সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিরিশের দশকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। খ্যাতি যখন পূর্ণগগনে তখন ১৯৪৬-এ হঠাৎই কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। সংবাদপত্রে চাকরি করা ছাড়া অধ্যাপনাও করেছেন কিছুদিন। সংখ্যায় কম হলেও তাঁর কবিতাগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। নগর জীবনের ক্লেদ ও গ্লানি, মধ্যবিত্তের সংকট, সংশয়, নীতিহীনতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠভাবে রূপায়িত। ইংরেজিতে 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯৬৮-তে। আত্মজীবনীর নাম 'বাবু বৃত্তান্ত'।

১৯০৬
আর কে নারায়ণ (১৯০৬-২০০১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। কাল্পনিক দক্ষিণ ভারতীয় শহর মালগুডির পটভূমিকায় লেখা তাঁর রচনাগুলির জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত। পুরো নাম রাসীপুরম কৃষ্ণস্বামী আইয়ার নারায়ণস্বামী। ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম যুগের তিনজন পুরোধা ব্যক্তিত্বের অন্যতম ছিলেন নারায়ণ। অন্য দুজন মুলকরাজ আনন্দ ও রাজা রাও। তাঁরাই ইংরেজি ভাষায় লেখা ভারতীয় সাহিত্যকে বিশ্বে সুপরিচিত করে তুলেছিলেন।

১৯৬৪

গুরু দত্ত (১৯২৫-১৯৬৪) এদিন প্রয়াত হন। আসল নাম বসন্তকুমার শিবশঙ্কর পাড়ুকোন। চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক এবং অভিনেতা। সেরা ছবিগুলোর মধ্যে আছে 'মিঃ ও মিসেস', 'পিয়াসা', 'কাগজ কে ফুল', 'চৌদ্দিন কা চাঁদ' এবং 'সাহেব বিবি অউর গোলাম'।

২০২২

মুলায়ম সিং যাদব (১৯৩৯-২০২২) প্রয়াত হন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কেন্দ্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন।

৯ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৯৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩৫৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৭৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৯০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৮৬	৮৮.২৫
ইউরো	১০৪.৭০	১০২.৩৯
পাউন্ড	১২০.৫৫	১১৮.০০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মধুমিতা সরকার

■ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

বিজয়ার শুভেচ্ছা

■ কৈলাস মিশ্রের নেতৃত্বে বালি মিলন উৎসবের প্রস্তুতি সভা। উপস্থিত ছিলেন বালি কেন্দ্রের সভাপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, যুব সভাপতি সুরজিৎ চক্রবর্তী-সহ ভাস্করগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

■ বৃহস্পতিবার হুগলি জেলার এডিএম (জেলা পরিষদ), ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার-সহ সমস্ত কর্মচারীকে নিয়ে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন কর্মাধ্যক্ষরা। ছিলেন সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, সুবীর মুখোপাধ্যায়, নির্মাল্য চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫২১

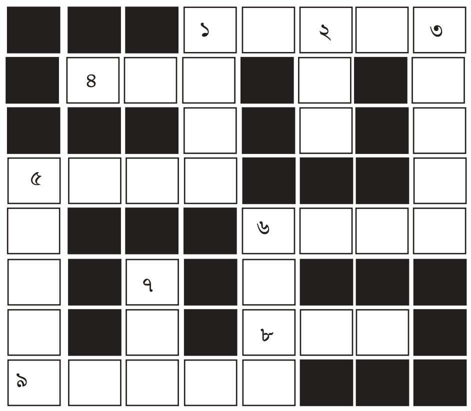

পাশাপাশি : ১. গাড়িঘোড়া ৪. ঝোঁক, উৎসাহ ৫. অনিবার্য ৬. হাতের কায়দা, চালাকি ৮. মাঝি ৯. পরিপূর্ণ, কানায় কানায় ভরা।

উপর-নিচ : ১. পরে বা ভবিষ্যতে যা ঘটবে বা ঘটার সম্ভাবনা আছে ২. মৌখিক ৩. ভেলকি ৫. মধ্যবর্তী বস্ত্র ৬. ভৃত্য ৭. যুদ্ধ, লড়াই।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫২০ : পাশাপাশি : ১. খুরমা ৪. লুটতরাজ ৬. সত্তম ৭. হস্তীপক ৯. বদমাশ ১২. খটকা ১৩. রাজকাহিনি ১৪. জলদ। **উপর-নিচ :** ১. খুবসম্ভব ২. মালুম ৩. ঘাতসহ ৫. জরিপ ৮. কনকাঙ্গদ ১০. দশেরা ১১. শশিকান্ত ১২. খনিজ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

লাইনে গাছ পড়ে ফের মেট্রো চলাচল ব্যাহত। বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্লু লাইনে বিপত্তি। প্রায় আধঘণ্টা বন্ধ মেট্রো পরিষেবা। নোয়াপাড়া ও দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের মাঝে লাইনের গাছ পড়েই সমস্যা তৈরি হয়

আদিবাসী বলেই আমার কেক খাওয়া নিয়ে বিদ্রুপ

প্রতিবেদন : জন্মদিনের কেক খাওয়া নিয়ে বিজেপির মিথ্যাচারের মোক্ষম জবাব দিলেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। বললেন, আমি আদিবাসী মেয়ে বলে হয়তো আমার কেক খাওয়াটা তাদের গায়ে লেগেছে! আমরা দেখেছি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন জন্মদিন পালন করেন সেটা নিয়ে কেউ কখনও কোনও প্রশ্ন করেন না। কারণ তিনি আদিবাসী নন। আমি আদিবাসী আর আদিবাসীদের তো কেক খাওয়া বারণ! বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, যাদের রুচিবোধ নেই এমন নেতা-কর্মীদের দিয়ে বাংলা দখলের স্বপ্ন দেখছেন দিল্লির বিজেপি নেতারা। একটা সামান্য কেক কাটাকে কেন্দ্র করে এরা যে নোংরামি করছে, তাদের দিয়ে আর যাইহোক বাংলা দখল হয় না। এটা যত তাড়াতাড়ি বিজেপি নেতৃত্বকে বুঝতে পারবে ততই মঙ্গল। বৃহস্পতিবার আগরতলাতেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বনমন্ত্রী নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ভোর ৪টের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। বিমানে ওঠার আগেই ভেবেছিলাম কিছু খাই এবং সেই হিসেবেই একটা কাপ কেক কিনেছিলাম। আমার সহকর্মীরা আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ভদ্রতার খাতিরে আমি আমার এঁটো করা কেক একটু করে দাদা-দিদিদের খাইয়ে ছিলাম। আর তাতেই বিজেপির এত রাগ!

বরানগর ডাকাতি-খুনে ধৃত ৫

প্রতিবেদন : সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভিআর-এর বদলে ভুল করে ওয়াইফাই-মোডেম পালানোই কাল হল শেষে। বরাহনগরে সোনার দোকানে ডাকাতি ও দোকান মালিক খুনে পাঁচ অভিযুক্তকে সহজেই গ্রেফতার করল পুলিশ। তবে এখনও অধরা ২। ঝাড়খণ্ড থেকে ধৃতদের বারাকপুরে এনে আদালতে পেশ করলে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়। বারাকপুরের সিপি মুরলীধর শর্মা জানিয়েছেন, সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভিআর তদন্তে অনেকটাই সাহায্য করেছে। ধৃতদের জেরা করে আরও তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।

ব্যানার-পোস্টার

কড়া বার্তা দিলেন মেয়র

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজো শেষ। লক্ষ্মীপুজোও অতীত। বুধবার ছিল মণ্ডপ থেকে শুরু করে শহরের রাস্তাঘাটে পুজোর সময় লাগানো বড়-বড় বিজ্ঞাপনী ব্যানার, হোর্ডিং খুলে ফেলার শেষ দিন। কিন্তু এখনও কলকাতার অনেক রাস্তাতেই বিজ্ঞাপনী ব্যানার-পোস্টার, বাঁশের কাঠামো খোলা হয়নি। রাস্তার পাশে ডাঁই করা বাঁশ, শাল কাঠের খুঁটি। এই নিয়ে পুজো কমিটিগুলিকে কড়া হুঁশিয়ারি দিল কলকাতা পুরসভা। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সাফ বার্তা, এর জন্য পথচারী থেকে যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে বিজ্ঞাপনের ব্যানার-হোর্ডিং খুলে ফেলুন! শুধু বিজ্ঞাপনই নয়, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও অনেক জায়গায় পুজোর প্যান্ডেলও পুরোপুরি খোলা হয়নি। কোথাও আধখোলা মণ্ডপ, কোথাও পড়ে রয়েছে মঞ্চ। এদিকে, বর্ষা পরবর্তী এই সময়েই মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়ে। এই নিয়ে মেয়র বলেন, অনেক পুজো কমিটি এখনও প্যান্ডেল, হোর্ডিং খোলেনি। মণ্ডপের চারপাশে জল জমলে মশার উৎপাত বাড়বে। যদিও কলকাতায় এখন ডেঙ্গি আক্রান্ত কম। তাও দ্রুত প্যান্ডেল সরিয়ে নেওয়া জরুরি।

■ বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের পক্ষ থেকে ১০৬ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭১৫ টাকা ও রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন নিগমের পক্ষ থেকে ১০০ কোটি ৬০ লক্ষ ২৩ হাজার ২০০ টাকা, সর্বমোট ২০৭ কোটি ৯৯ হাজার ৯১৫ টাকার চেক ডিভিডেন্ট হিসেবে তুলে দিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, বিদ্যুৎ দফতরের প্রধান সচিব শান্তনু বসু ও রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান পি বি সেলিম।

রাজ্য প্রশাসনের সর্বস্তরের লাগাতার প্রচেষ্টায় দ্রুত ছন্দে ফিরছে উত্তরবঙ্গ

প্রতিবেদন : অভূতপূর্ব বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসের পর রাজ্য সরকারের নিরলস উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ ফের ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ত্রাণ, উদ্ধার ও পুনর্বাসনের কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। ক্ষতিগ্রস্ত জেলা প্রশাসন, দমকল, পুলিশ, স্বাস্থ্য, কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, বন ও জনপথ দফতরের সমন্বয়ে একযোগে কাজ করছে রাজ্য।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই দুর্গতদের হাতে পৌঁছে গেছে ৩ কোটি টাকারও বেশি ত্রাণ অর্থসাহায্য। আর মৃতদের পরিবারকে দেওয়া হয়েছে মোট ১.৬০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ। দুর্গত পরিবারগুলির জন্য এপর্যন্ত পাঠানো হয়েছে ৩ লক্ষ ত্রিপল, সাড়ে ৪ লক্ষ পোশাকের সেট এবং প্রায় ১৫ হাজার 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কিট'। ৪৫টি গ্রুয়েল কিচেন থেকে রান্না করা খাবার বিতরণ চলছে, ৩৫টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় পেয়েছেন প্রায় ১০ হাজার মানুষ।

■ বন্যাদুর্গতদের হাতে খাবার তুলে দিচ্ছেন তৃণমূল বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের এক ত্রাণ শিবিরে।

■ দুর্গতদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিচ্ছেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের কর্মীরা।

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে ক্ষয়ক্ষতির পরিধি বিশাল হলেও দ্রুততার সঙ্গে শুরু হয়েছে পুনর্গঠন। ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতুর কাজ জোরকদমে চলছে। ধূপগুড়ির কুল্লাপাড়ায় অস্থায়ী বাঁশের সেতু নির্মাণ করে সংযোগ ফিরিয়ে আনা হয়েছে, দুধিয়ার সেতুর কাজও দ্রুত এগোচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব শুরু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য 'বাংলা শস্যবিমা যোজনা' এবং 'আমার পাড়া আমার সমাধান' ক্যাম্পের মাধ্যমে দাবি জানানো যাচ্ছে। এছাড়া চালু হয়েছে ২৯টি অতিরিক্ত সুফল বাংলা আউটলেট। আগে থেকে চালু থাকা ১০০টি আউটলেটের সঙ্গে মিলে ন্যায্য দামে শাকসবজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করছে দুর্গত এলাকায়।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ড. প্রদীপ মজুমদার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় কৃষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের হাতে উচ্চফলনশীল বীজ, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টস তুলে দিয়েছেন। বিপর্যয়ে হারানো নথি ও প্রমাণপত্র পুনরায় ইস্যুর জন্য বিশেষ শিবির শুরু হয়েছে। স্কুলপড়ুয়াদের বই, খাতা ও শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য সরকারের সব দফতর এখন একসঙ্গে মাঠে নেমে কাজ করছে— মানুষের জীবন, জীবিকা ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে এবং উত্তরবঙ্গকে দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে।

উদ্যোগী সাংসদ অভিষেক, ঘরে ফেরা শুরু ইরাকে আটকে পড়া শ্রমিকদের

■ পরিবারের হাতে খাবার ও পোশাক তুলে দিচ্ছেন সাংসদ বাপি হালদার।

প্রতিবেদন : সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ঘরে ফিরছেন সুদূর ইরাকে আটকে পড়া কাকদ্বীপের পরিযায়ী শ্রমিকরা। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের প্রচেষ্টাতেই ইরাকে কাজে গিয়ে আটকে থাকা বাংলার শ্রমিকরা দেশে ফিরতে শুরু করেছেন। বুধবার বাড়ি ফিরেছেন মফিজুল মণ্ডল নামে এক শ্রমিক। শনিবার আরও তিন শ্রমিক রওনা দেবেন বলে জানিয়েছেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার। বৃহস্পতিবার মথুরাপুরের কৃষ্ণ চন্দ্রপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি জানান, কয়েকজনের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নথি প্রস্তুত করতে সময় লাগছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই এটা সম্ভব হচ্ছে।

২ বছর আগে এজেন্সির মাধ্যমে ইরাকের এক কারখানায় কাজে গিয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের ১২ জন পরিযায়ী শ্রমিক, তার মধ্যে ৮ জন নামখানা ব্লকের বাসিন্দা। কিন্তু চুক্তির মেয়াদ শেষের পরও শ্রমিকদের ছাড়ছিল না মালিকপক্ষ। উল্টে মজুরি না দিয়ে আটকে রেখে কারখানার মালিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন বলে অভিযোগ। আট মাস ধরে পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারছিলেন না শ্রমিকরা। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও মারফত শ্রমিকরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দেশে ফেরার আর্জি জানান। খবর পেয়ে শ্রমিকদের দেশে ফেরাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন অভিষেক। মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদারকে শ্রমিকদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন তিনি। বৃহস্পতিবার ইরাকে আটকে থাকা শ্রমিকদের পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও পোশাক তুলে দেন বাপি হালদার ও নামখানার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস। এই উদ্যোগের জন্য সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শ্রমিকদের পরিবারও।

সম্পাদকীয়

10 October, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ষড়যন্ত্র

এসআইআর-কে সামনে রেখে এনআরসির ষড়যন্ত্র। ধরে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি ভেবেছে এটা বোধহয় দিল্লি, হরিয়ানা কিংবা মহারাষ্ট্র। সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে নাম বাদ দেওয়ার খেলা চালিয়ে যাবে। অমিত শাহর ধারণা, সরকার বসে বসে দেখবে আর মানুষ প্রতিবাদ করবে না। রাজনৈতিক মূর্খামি। বিজেপি ভুলে গিয়েছে এই নাম বাদ দেওয়ার খেলা প্রথম ধরেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আওয়াজ তুলেছিলেন। কিছু বোঝার আগেই দিল্লি-মহারাষ্ট্রে বিজেপি স্বার্থসিদ্ধি করে নেয়। কিন্তু বাংলা যে দিল্লি-মহারাষ্ট্র নয়, এই শিক্ষাটা উনিশ সালের পর থেকে কিছুতেই বুঝতে পারছে না বিজেপি। বলছে দু'মাসের মধ্যে নাকি এসআইআর করে ফেলবে! বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলছে রাজ্য। প্রচুর মানুষ গৃহহারা। সর্বস্ব হারিয়েছেন অনেক মানুষ। তাঁরা কোথায় নথি দেখাবেন? মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে ফাজলামি করা হচ্ছে? এসব জিনিস চলতে পারে না। কমিশনকে বিজেপি দোসর বানিয়ে যে খেলা খেলার চেষ্টা করছে তা ধরে ফেলেছেন বাংলার মানুষ। এসআইআরের নামে যদি ন্যায্য ভোটার বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হয়, তাহলে বাংলার ছেড়ে কথা বলবেন না। প্রতিটি ইস্যুতে বুঝিয়ে দেবেন কেন বলা হয়, 'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো'।

e-mail থেকে চিঠি

ত্রিপুরায় রাজনৈতিক নোংরামি

প্রথমে শুনছিলাম, ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সংগঠন নেই, সমর্থন নেই, জনশক্তি নেই। অথচ ত্রিপুরার ঘটনাক্রম তেমন ইঙ্গিত দিল কই! আগরতলা দেখল গেরুয়া তাণ্ডব, আর পরিস্থিতির পরিদর্শনে গিয়ে হেনস্তার মুখে পড়তে হল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে। বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু নাকি আক্রান্ত হয়েছেন বাংলায়। নাগরাকাটার সেই ঘটনার রেশ আছড়ে পড়েছে প্রায় এক হাজার কিমি দূরে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়। সৌজন্যে বিজেপির গুন্ডারা। ভাঙচুর করা হল আগরতলার বনমালীপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিপুরা রাজ্য সদর দফতর। কী আশ্চর্য! সেকথা নিজমুখে স্বীকার করে নিল ত্রিপুরার বিজেপি কর্মকতার দল। স্মর্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বনমালীপুরেরই বিধায়ক ছিলেন বিপ্লব দেব। এখন তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অবজার্ভার। পাশাপাশি ত্রিপুরার শাসকদল বিজেপির তাণ্ডবে রীতিমতো হেনস্থার মুখে পড়তে হল তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, সাংসদ সায়নী ঘোষ, প্রতিমা মণ্ডল, সুস্মিতা দেব, মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা এবং যুব নেতা সুদীপ রাহাকে। চূড়ান্ত অসভ্যতা। চারটি গাড়ি ঠিক করে রাখা হয়েছিল। অভিযোগ, বিজেপির চোখ রাঙানির ভয়ে তিনটি গাড়ির চালক বিমানবন্দরমুখো হননি। এমনকি, ট্যাক্সি ভাড়া পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়নি তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের। প্রতিবাদে বিমানবন্দরেই ধরনায় বসতে বাধ্য হন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। উত্তরবঙ্গে ত্রাণের কাজ পরিবদর্শন করে কলকাতা ফেরার সময় সেকথা জানতে পেরে গর্জে ওঠেন মমতা। ত্রিপুরার বিজেপি সরকারকে তাঁর চ্যালেঞ্জ— 'যদি আমাদের প্রতিনিধি দলকে ত্রিপুরায় যেতে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিজে যাব ওখানে। দেখি ওদের কত ক্ষমতা, আমাকে আটকে দেখাক!' ব্যাস! ল্যাজ গুটিয়ে বাঁদরের দল পালাল। বিমানবন্দরের অদূরে 'ভারতরত্ন' ক্লাবের মোড়ে বিজেপির জমায়েত ছিল। কিন্তু নেত্রীর রণহুংকারের পর আর মস্তানি দেখানোর ঝুঁকি নেয়নি বিজেপি ও ত্রিপুরার পুলিশ প্রশাসন। আগরতলার পুরনো মোটর স্ট্যান্ড এলাকার বিজেপির যুবমোর্চার নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের গাড়িতে ভাঙচুর করার জন্য তৈরি ছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুড বুঝে তারাও সটকে পড়ে। পেঁয়াজ-রসুন বাটতে চাওয়ার জায়গায় ঘি-গরম মশলা পড়ে যায়। এর আগে ওই ত্রিপুরায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা, সায়নী ঘোষের গ্রেফতার এবং খোয়াই থানায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের ঘেরাও হয়ে থাকার মতো ঘটনা ঘটেছে। সে সময়েও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিপ্লব দেব। ত্রিপুরার নেতারা বাংলায় এসে ঘোরেন। কিন্তু কোথাও বাধা পান না। তাহলে ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এরকম কেন? শিষ্টাচার বলে কি বিজেপির কিছুই নেই!

—**শিবানী অধিকারী, বালিগঞ্জ, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

গেরুয়া কুনাট্য

অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। চিত্রনাট্যের ছাপ তাতে স্পষ্ট। লিখছেন সত্যান্বেষী **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছে। কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলি যাত্রা'র ভাষা ধার করে বললে বলতে হয়, আলো ক্রমে আসিতেছে।

প্রসঙ্গ, উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটা কাণ্ড।

খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঘটনা।

ঘটনা না দুর্ঘটনা নাকি কাঁথির মেজ খোকার করে দেওয়া একটি দুর্বল চিত্রনাট্যে দুই শিশু শিল্পীর অভিনয়!

ঘটনাক্রমটা পুনর্বীক্ষণ করা যাক!

৪ অক্টোবর, ২০২৫। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাবের পর লন্ডভন্ড উত্তরবঙ্গের পাহাড়-ডুয়ার্স। সঙ্গে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত সিকিম এবং প্রতিবেশী দেশ নেপাল ও ভুটান। সব মিলিয়ে চারদিকে শুধুই ধ্বংসের চিহ্ন। এক লহমায় ম্লান মলিন হয়ে গিয়েছে উৎসবের পরিবেশ। ভয়াবহ বিপর্যয়ের ধাক্কায় মিলিয়ে গিয়েছে বাসিন্দাদের মুখের হাসি। দুধিয়া-মিরিক, দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ি বা জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা, বানারহাট, গয়েরকাটা, ক্রান্তি-—সর্বত্রই হাহাকার। বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। প্রবল বর্ষণ ও ধসের কারণে রবিবারই পাহাড় ও ডুয়ার্স মিলিয়ে ২৮ জনের প্রাণহানির খবর মিলেছিল। সোমবার নাগরাকাটার বামনডাঙা চা-বাগানের মডেল ভিলেজ থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে আরও চারটি মৃতদেহ। এগুলি ধরলে ওই অঞ্চল থেকে মোট নয়টি মৃতদেহ উদ্ধার হল। পাশাপাশি, তোর্সা নদীতে ভেসে এসেছে আরও দুটি দেহ। কোচবিহারের পুন্ডিবাড়িতে উদ্ধার হওয়া দেহ দুটির পরিচয় ওইদিন পর্যন্ত অজ্ঞাতই ছিল। জলঢাকার স্রোতে কোচবিহারের মাথাভাঙা-১ ব্লকের জোড়শিমুলিও বিধ্বস্ত। সেখানে রবিবার পুকুর ও নদীতে তলিয়ে যাওয়া দু'জনের দেহ সোমবার উদ্ধার হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বালক এবং অন্যজন বৃদ্ধ। সব মিলিয়ে ডুয়ার্স এলাকায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬! আরও অনেকে নিখোঁজ বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে। দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ি ও সিওক অঞ্চলে নিখোঁজ দু'জন। নাগরাকাটার বামনডাঙাতেও বিপর্যয়ের পর থেকে বেশ কয়েকজনের হদিশ মিলছে না। স্বজন হারানোর হাহাকার সর্বত্র। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে বহু বাড়িঘর, গবাদি পশু। ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ।

তাঁদের ভরসা কেবলই সরকারি সহায়তা। এবং সেই সহায়তা, ত্রাণ ও আশ্বাস নিয়ে পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের সরকারি টিম। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং মন্ত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে পড়ে থেকেই এই কাজে প্রশংসনীয় তদারকি করে চলেছেন।

এই আবহে ঘটে গেল একটি ঘটনা। অপ্রীতিকর, অনভিপ্রেত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত।

দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নাম করে কনভয় নিয়ে হাজির হলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শংকর ঘোষ, সঙ্গে বিজেপির কিছু কর্মী-সমর্থকও। ত্রাণ দেওয়ার কথা মুখে বললেন, কিন্তু তাঁদের গাড়িতে কোনও ত্রাণসামগ্রী নেই।

নগরাকাটার সুলকাপাড়ায় তাঁরা গাড়ি থেকে নামতেই ক্ষুব্ধ দুর্গত নরনারীরা তাঁদের ঘিরে ধরেন। কেন তাঁরা এত দেরিতে এবং কোথায় বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব— এই সংগত প্রশ্ন তুলে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। দুর্গত মানুষজনকে সামনে রেখে কদর্য ফটোশ্যুটকে কেউই ভালো চোখে দেখেননি। অতঃপর কী কী ঘটল? টিভি চ্যানেলের ক্যামেরায় আমরা কী দেখলাম?

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এমএলএ-এমপি তাঁদের দলবল-সহ যখন গাড়ি ঘুরিয়ে পাততাড়ি গোটাবার মতলবে ছিলেন অমনি তাঁদের উপর জনরোষ আছড়ে পড়ল। তাতে এমপি জখম হন বলে অভিযোগ।

আমরা দেখলাম মানুষ জুতো ছুঁড়েছে শংকরবাবুর দিকে আর খগেনবাবুকে ধাক্কা মেরে গাড়িতে তুলে দিচ্ছে। সরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় অবশ্য বিজেপির লোকজন স্থানত্যাগ করেন। এবং শুধু নাগরাকাটায় নয়, ত্রাণ দেওয়ার নাটক করতে গিয়ে ডুয়ার্স-সহ উত্তরবঙ্গের আরও একাধিক স্থানে বিজেপি নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ মানুষের অপ্রিয় প্রশ্নাবলি এবং ক্ষোভের মুখে পড়েছেন। এর পর আর কী কী দেখা গেল এবং জানা গেল?

যে লোকটার গাড়িতে ওঠার সময় পর্যন্ত গায়ে একটা কাদার দাগও দেখা যায়নি সেই লোকটার গাড়িতে উঠেই নাকি রক্তাক্ত হয়ে গেল। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের ইটের আঘাতে ওঁদের গাড়ির কাচ ভেঙেছিল। কিন্তু বাস্তব বুদ্ধি বলছে, ১) স্কর্পিও গাড়ির কাচ ভেঙে কেউ অমন রক্তাক্ত হতে পারেন না।

২) সঙ্গের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষী যদি বিধায়ক সাংসদের নিরাপত্তা না দিতে পারে তবে ওরকম হীনবল রক্ষীদের তো চাকরি 'not' হওয়া উচিত। সুতরাং, পুলিশ জেরা করুক সঙ্গের ওই অপদার্থগুলোকে। সশস্ত্র নিরাপত্তা রক্ষী তো দু'জনেরই ছিল। তবু গাড়িতে উঠেই একজন রক্তাক্ত হলেন! আর একজনের স্রেফ হাতের কার্টিলেজে চোট লাগল (ডাক্তারি রিপোর্ট মোতাবেক। তবে কি গাড়ির ভেতরেই সংসদকে কেউ পেটালেন? না কি তাঁকে টমেটোর সস মাখালেন? সেটা পুলিশ অনুসন্ধান করুক। আমরা চাই এই নাটকের যবনিকা পতন হোক। আর যেন কেউ এই ধরনের নোংরা রাজনীতি করতে সাহস না পায়।

৩) কোনও কোনও মহল থেকে শোনা যাচ্ছে, বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের 'ব্যথা' করছিল বাম হাতে, ডান হাত দিব্যি সচল স্বাভাবিক ছিল। নার্স বারবার বাম হাতে তুলো দিয়ে কিছু মোছার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কিছু খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আর উনি অর্থাৎ শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক প্রাণপণে গলার গামছা দিয়ে চে গুয়েভারার ট্যাটু লুকোনোর চেষ্টা করছিলেন। শিলিগুড়ির নেওটিয়া হাসপাতালের ছবি। নিন্দুকদের বক্তব্য, শঙ্কর ঘোষের ঘণ্টাখানেক আগের একেবারে সচল স্বাভাবিক ডান হাত ঢুকে গেল ব্যান্ডেজে আর 'ব্যথা' লাগা বাম হাত হয়ে গেল একেবারে সচল স্বাভাবিক! এ তো পি সি সরকারের জাদুকেও হার মানিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার!

৪) বাংলায় তুলনামূলকভাবে উত্তরেই বিজেপির প্রভাব কিছুটা বেশি। আর সেখানেই তাদের 'জনপ্রিয়তার' এই দশা দেখে ছাব্বিশের ভোটের আগে গেরুয়া শিবির যে বিরাট হতাশ তা অনুমেয়। কিন্তু এর দায় নিজেরা নেওয়ার পরিবর্তে তা সটান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের শাসক দলের ঘাড়ে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের এবং গভীরতর উদ্বেগের বিষয় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নেন, কোনও উপযুক্ত অনুসন্ধানের জন্য অপেক্ষা না করেই। তা-ও আবার সেই সময়, যখন উত্তরবঙ্গের মানুষ ভয়াবহ বন্যা ও ধসের সঙ্গে যুঝছেন। যখন সমগ্র স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত হয়ে আছে, তখন। অথচ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ গোটা তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিধাহীনভাবে হিংসার নিন্দা করেছে। মমতা নিজে হাসপাতালে গিয়ে খগেন মুর্মু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন।

এরপরই ময়দানে আবির্ভাব গদ্দার কুলের পালের গোদা, মেজ খোকার। তিনি ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা সেই ক্লান্তিকর উত্তরবঙ্গ বনাম দক্ষিণবঙ্গের উপাখ্যানে ফিরতে চাইল, ভোটের আগে মেরুকরণের আশায়।

২০২৬ এর ভোটে তবে ফের স্পষ্ট হয়ে যাক: বাংলা এক— আবেগে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে।

৫) পরিশেষে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া। তিনি দোষারোপ করেছেন কোনওরকম প্রমাণ ছাড়া, আইনানুগ কোনও তদন্ত ছাড়া এবং কোনও প্রশাসনিক রিপোর্ট ছাড়া। এটা শুধু রাজনৈতিক নিচুতা নয়, যে সাংবিধানিক নৈতিকতার শপথ প্রধানমন্ত্রী শপথ নিয়েছেন, সেই নৈতিকতারও লঙ্ঘন। গণতন্ত্রে আইন তার নিজস্ব পথ নেয় এবং কোনও ঘটনার দায় নির্ধারিত হয় যথাযথ প্রক্রিয়ায় কোনও রাজনৈতিক বেদির উচ্চতা থেকে করা একটি ট্যুইটের মাধ্যমে নয়। সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঘটেছিল একটি কেন্দ্রে, যেখানে মানুষ নিজেরাই বিজেপির একজন বিধায়ককে নির্বাচন করেছেন। তথাপি এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের তথাকথিত 'শক্তিমত্তা' দেখতে পাওয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হল না! এই ধরনের অসার এবং অতি-সরলীকৃত সাধারণীকরণ শুধু অপরিণতই নয়, তা দেশের সর্বোচ্চ পদের সঙ্গে মানানসইও নয়। যে প্রধানমন্ত্রী মণিপুরে জাতি-হিংসা শুরু হবার ৯৬৪ দিন পরে সেখানে যাওয়ার অবকাশ পেয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে বাংলার জন্য এই সহসা উদ্বেগ কোনও সমবেদনার পরিচয় নয়। বরঞ্চ, এটাকে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নাটক

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সামনে দীপাবলি। মাটির প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ততা শিল্পীদের

রেশম শিল্পের গুণমান বৃদ্ধির উদ্যোগ উৎপাদনে আসছে আধুনিক প্রযুক্তি

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকার মালদহের কালিয়াচকে অবস্থিত রেশম গুটি বাজারের পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে চলেছে। নতুন অত্যাধুনিক একটি সংরক্ষণাগার নির্মাণের পাশাপাশি ওই জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উন্নত মানের রেশম কীট পালনের প্রকল্প শুরু হবে। রাজ্য ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দফতর সম্প্রতি কৃষি দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের হ্যান্ডলুম শিল্পে ব্যবহৃত রেশম সুতোর মান গুণগতভাবে উন্নত করতে এবং তামিলনাড়ু, কর্নাটক, জম্মু-কাশ্মীর ও বিহার থেকে সুতো আমদানি কমাতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কৃষি দফতরের মালদহের রেশম চাষ খামারে রেশম কীট পালনের

এই পাইলট প্রকল্পটি শুরু হবে। এই প্রকল্প সফল হলে সমগ্র মালদার পাশাপাশি, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর এবং আলিপুরদুয়ারেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

রাজ্য বস্ত্র দফতর ও রেশমচাষ দফতরের যৌথ একটি দল ইতিমধ্যেই মালদহে গিয়ে জেলা শাসকের সভাপতিত্বে এক বৈঠক করেছে। সেখানে প্রকল্প তদারকির জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়।

বর্তমানে রাজ্যে প্রচলিত থাই রিলিং প্রক্রিয়া হাতে চালিত হওয়ায় উৎপাদিত রেশম সুতোর মান আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছয় না। রাজ্যের আর্দ্র আবহাওয়াও রেশম কীট পালনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রেশম কীট সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রজাতি। ফলে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় তাদের সফলভাবে পালনের জন্য বিশেষ পরিবেশ ও শর্ত মানা জরুরি।

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী, হাতে চালিত রেশম উৎপাদন পদ্ধতি থেকে ধীরে ধীরে আধুনিক, শক্তিশালী গুটি উৎপাদনে রূপান্তর ঘটানো, যাতে হ্যান্ডলুম শিল্পের গুণমান বাড়ে, বুননশিল্পীদের আয় বৃদ্ধি পায় এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।

রেশমচাষ অধিদফতর, বস্ত্র দফতর এবং তাম্রলিপ্ত স্পিনিং মিলের আধিকারিকদের এই প্রকল্প এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাম্রলিপ্ত স্পিনিং মিল মালদহের সিল্ক পার্কে দুটি নতুন রিলিং ইউনিট স্থাপন করবে।

এআই পদ্ধতি ব্যবহার করে উত্তরপত্র মূল্যায়ন

প্রতিবেদন : এবার আধুনিক প্রযুক্তিতে ভর করে দেখা হবে উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা। এআই পদ্ধতিতে দেখা হবে খাতা, এমনটাই জানিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এতে অনেক সহজ হবে খাতা দেখার পদ্ধতি। এমনকী ভুলও ধরা পড়বে খুব সহজে। জানা গিয়েছে ওএমআর পূরণ করা থেকে সঠিক প্রশ্ন চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে মূল্যায়নে সাহায্য করবে

উচ্চ মাধ্যমিক

কৃত্রিম মেধা। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পরীক্ষা বাতিল হওয়া আশঙ্কা অনেক কমবে। সঠিক উত্তর বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও অন্য কালির দাগ পড়লেও সমস্যা নেই। কৃত্রিম মেধার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ করে নম্বর দেওয়া হবে। উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই এআই বেশ খানিকটা সাহায্য করবে। উত্তরপত্রে যেই অপশনে কালির চাপ বেশি রয়েছে সেটাই আসল উত্তর বলে ধরা হবে। রোল নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ক্ষেত্রেও খতিয়ে পুরো বিষয়টা দেখবে এআই। রোল নম্বর বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর যেকোনও একটা ঠিক থাকলেই চলবে। সে ক্ষেত্রে পরীক্ষা বাতিলের কোনও সম্ভাবনা নেই। ছোট ছোট ভুলের জন্য আগে যে পরীক্ষা বাতিল করা হত সেই সম্ভাবনা একেবারেই থাকবে না এই পদ্ধতি ব্যবহারের পর। এর ফলে একদিকে যেমন পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে তেমন খাতা দেখার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে সংসদের।

পিপিপি প্রকল্পে উপদেষ্টা সংস্থা গঠন উদ্যোগ নিল রাজ্যের অর্থ দফতর

প্রতিবেদন : রাজ্যে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে চলা প্রকল্পগুলি পরিচালনার জন্য নতুন পরামর্শদাতা সংস্থা নিয়োগ করবে। পরিবহণ ও লজিস্টিকস, বিদ্যুৎ, জল ও নিকাশি, যোগাযোগ, এবং সামাজিক ও বাণিজ্যিক পরিকাঠামো রূপায়ণের জন্য দক্ষ সংস্থাগুলির একটি প্যানেল তৈরি করতে অর্থ দফতর প্রস্তাব আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই উপদেষ্টা সংস্থাগুলি রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এই সংস্থাগুলি সরককারকে পিপিপি মডেলে চলা প্রকল্পগুলির জন্য আর্থিক, অর্থনৈতিক ও আইনি বিশ্লেষণ, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন, চুক্তি প্রণয়ন, দরপত্র প্রক্রিয়া, ইঞ্জিনিয়ারিং নকশা বা খরচ অনুমান, বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত বিষয়ে যাবতীয় সহায়তা করবে। অর্থ দফতর জানিয়েছে, প্রায় ১০ থেকে ১২টি উপদেষ্টা সংস্থাকে দুই বছরের মেয়াদের জন্য প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক পরিকাঠামো গঠনে জোর দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে সহজ করতে রাজ্য ও পুর সংস্থাগুলির প্রয়োজন পেশাদার উপদেষ্টাদের সহযোগিতা, যারা প্রকল্প চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে সহায়তা করবে।

দুষ্কৃতী গ্রেফতার

সংবাদদাতা, বারুইপুর : তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলির ঘটনায় গ্রেফতার এক। নাম নুরউদ্দিন মোল্লা। গাজির চক গ্রামের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে বারুইপুর আদালতে পেশ করা হয়। তৃণমূল কর্মী সেলিম খাঁ আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন কলকাতার হাসপাতালে। কুলতলি থানার বৃন্দাবন খেয়া এলাকার ঘটনা। গত রবিবার সন্ধ্যায় দোকানদারি করার সময় দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে চার রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে ও তিনটি বোমা চার্জ করে। তাতে গুরুতর জখম হন সেলিম খাঁ।

অভিনব বিজয়া সম্মিলনী

সংবাদদাতা, বারাসত : দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলায় জেলায় পালিত হচ্ছে বিজয়া সম্মিলনী। তৃণমূল কংগ্রেসের বারাসত সংসদীয় জেলা কিষান খেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে এক অভিনব কর্মসূচি পালিত হল বুধবার। কৃষকদের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে চাষের জমিতে গিয়ে কর্মরত কৃষকদের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানালেন বারাসত সংসদীয় জেলা কিষান খেতমজুর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৌম্য সিংহরায় এবং সহ-সভাপতি কাসেম আলি-সহ অন্যরা। বিগত অর্থবর্ষে ধান উৎপাদনে দেশের মধ্যে সেরা হয়েছে বাংলা। সেই কথা মাথায় রেখে এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানোর উদ্দেশ্যে কৃষকবন্ধুদের নিয়ে এই অভিনব কর্মসূচি পালন করা হল। কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় গামছা ও মিষ্টি।

একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে পাড়ায় পাড়ায় বিজেপি নেতাদের আটকে রাখুন : পার্থ

সংবাদদাতা, বনগাঁ : যদি একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যায় তবে পাড়ায় পাড়ায় বিজেপি নেতাদের আটকে রাখুন। বৃহস্পতিবার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। মধুপর্ণা ৫০ হাজার ভোটে জিতবে কি না আপনারা ঠিক করবেন। বাংলায় হিন্দু ধর্মের ধারক ও বাহক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত দুর্গাপুজার সংখ্যা ও আয় বৃদ্ধির উদাহরণও দেন তিনি। তিনি বলেন, বিরোধী দলনেতা বলছেন

■ বাগদায় বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন পার্থ ভৌমিক, মমতাবালা ঠাকুর।

এসআইআর করে সব নাম বাদ দিয়ে দেবে। এটা কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। আমরাও দেখব মোদি-শাহর কত ক্ষমতা! নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপির পার্টি অফিস হয়ে গিয়েছে।

এদিন বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হেলেঞ্চা নেতাজি শতবার্ষিকী কমিউনিটি হলে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর, বারাকপুরের সাংসদ তথা দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পার্থ ভৌমিক ও বাগদা পশ্চিম ব্লক সভাপতি নিউটন বালা। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্থ ভৌমিক একাধিক বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিরোধী দলনেতাকে আক্রমণ করেন।

■ জনসংযোগ বাড়াতে বিজয়ার মিষ্টি বাড়ি বাড়ি বিতরণ করে মানুষের খোঁজখবর ও কুশল বিনিময় করলেন বনগাঁ পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নাগরাকাটায় বিজেপি নেতাদের উপর হামলায় কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জোড়া জনস্বার্থ মামলা। শুনানি শুরু ১৪ অক্টোবর

ভিন রাজ্যে মৃত বাংলার শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি দু-নম্বর ব্লকের বাসিন্দা আকবর গাজির মৃত্যু হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে কাজে গিয়ে। সেই মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, দলীয় কর্মী ও জনপ্রতিনিধিরা। একই সঙ্গে সব ধরনের সরকারি সাহায্যেরও ব্যবস্থা করেন বিধায়ক।

এদিন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধিরা। বেড়মজুর ২ নম্বর অঞ্চলের ধূপখালি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন আকবর গাজি, তিনি গিয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশে কাজে। দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলায় তাঁকে বাংলাদেশি বলে ভাগিয়ে দেওয়া হতে পারে— সে-জন্য মানসিক চাপে ছিলেন। কয়েকদিন আগে হঠৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সেখানকার একটি হাসপাতালে মারা যান তিনি। বিধায়ক

সন্দেশখালি

■ মৃত আকবর গাজির পরিবারের সঙ্গে সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো।

সুকুমার মাহাতো বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন, মৃত্যুর খবর পাওয়ামাত্রই পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে, তাঁদের সবরকম ভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছি।

হোটেল থেকে দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন : রবীন্দ্র সরোবরের কাছে একটি হোটেলের বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল যুবকের দেহ। উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোটও। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে লেক থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম আর্যভট্ট ভাওয়াল। বাড়ি বালিগঞ্জ স্টেশন রোড এলাকায়। কিন্তু গত বেশ কিছুদিন ধরেই হোটেলটিতে থাকছিলেন ওই ব্যক্তি। প্রায়শই রুমে থেকে একতরফা অশান্তির শব্দ পাওয়া যেত। কিন্তু বুধবার বিকেল থেকে আরও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার হোটেল কর্মীরা বন্ধ ঘরের দরজা খুলে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মানসিক অবসাদের ফলেই ওই ব্যক্তি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ময়লার স্তূপে রক্তাক্ত দেহ

প্রতিবেদন : বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ ছিল বছর ১৭-র যুবক। বৃহস্পতিবার সকালে দমদমের প্রমোদনগর এলাকায় আবর্জনার স্তূপ থেকে উদ্ধার হল সেই যুবকের রক্তাক্ত দেহ। খবর পেয়ে দমদম ও বরানগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। কীভাবে মৃত্যু? কীভাবেই বা আবর্জনার স্তূপে দেহ এল? রহস্য সমাধানে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের দাবি, ছেলেকে খুন করে তাঁর বন্ধুরাই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে দেহ লুকিয়ে রেখেছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বন্ধুর জন্মদিনে যাচ্ছে বলে বাড়ি থেকে বেরয় গণেশ সমাদ্দার। কিন্তু সেদিন রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। বুধবার সকাল থেকেও নিখোঁজ ছিল। অতঃপর বৃহস্পতিবার সকালে আবর্জনার স্তূপে ময়লা ফেলতে গিয়ে তাঁর দেহ দেখতে পান সাফাইকর্মীরা। মাথায়, মুখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনা নিয়ে সরেজমিন তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বাদুড়িয়ায় বিজয়া সম্মিলনী

সংবাদদাতা, বাদুড়িয়া : দলীয় নির্দেশে পুজো মিটতেই বিজয়া সম্মিলনীর মধ্যে দিয়ে সাংগঠনিক জনসংযোগের জোর দিল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার বাদুড়িয়া বিধানসভার মেইন ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, বাদুড়িয়ার বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাদুড়িয়া চৌমাথায় বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। বাংলা বাংলাতেই থাকবে। আগামী কয়েক মাস পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কর্মীদের মিষ্টি মুখের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণাবর্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে

প্রতিবেদন : উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত। এর জেরে দক্ষিণবঙ্গে আরও কিছুদিন বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে। উত্তরে আর নতুন করে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া দফতরের অনুমান অনুযায়ী সপ্তাহ-শেষে গোটা রাজ্য থেকে বিদায় নেবে বর্ষা। শুক্রবার ঝড়বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা ও হাওড়াতেও। শনিবারের পর থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তার পর আর তেমন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ। কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। এই বৃষ্টিও কিছু এলাকার কিছু অংশে সামান্য সময়ের জন্য হতে পারে। ক্রমশ কমবে সেই বৃষ্টির সম্ভাবনাও। দক্ষিণে শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা। দুই চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়াতে বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইবে।

দেশের হাওয়া-বদলে কাঠগড়ায় রাজস্থানে বৃক্ষরোপণ

গাছ লাগানো ভাল, কিন্তু যেখানে-সেখানে নয়

দেবনীল সাহা

কখনও অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহে জেরবার জনজীবন। কখনও ব্যাপক অতিবৃষ্টিতে পাহাড় থেকে সমতলে বন্যা-ধস-হড়পা বান। আবার কখনও হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় থরহরিকম্প আসমুদ্রহিমাচল। আবহাওয়ার খামখেয়ালে চরমভাবাপন্ন শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত নাগরিক-জীবন। শেষ সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরের শুরুর প্রবল বর্ষণে ভেসেছে বাংলার শহর থেকে শৈলশহর। শুধু বাংলাই নয়, এবছর গোটা বর্ষাকাল জুড়ে সারা দেশেই যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। জলমগ্ন হয়েছে অর্ধেক ভারত। লাগাতার বৃষ্টি-প্লাবনে জেরবার হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, সিকিম। বন্যায় ভেসেছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র। আবার আসন্ন শীতেও ভয়ঙ্কর শৈত্যপ্রবাহের ইঙ্গিত দিয়েছে মৌসম ভবন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শীতলতম বছর হতে চলেছে ২০২৫ সাল। আবহাওয়ার এই দ্রুত পরিবর্তনের নেপথ্যে উঠে আসছে অতি পরিচিত বিশ্ব উষ্ণায়নের তত্ত্ব।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এবছর সারা ভারতে রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে। এই সাধারণের চেয়ে বেশি বৃষ্টি এখন প্রতিবছরই তার আগের বছরের তুলনায় বাড়বে। আর তাৎপর্যপূর্ণভাবে এর প্রধান কারণ, মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তার অভাব! ভারতে বর্ষা মানে সাধারণত বোঝায় মৌসুমি বায়ুর আনাগোনায় বৃষ্টির মরশুম। কিন্তু গত কয়েক বছরে ভারতের হাওয়া বদলেছে দ্রুত। এখন মৌসুমি বায়ুর বদলে নিম্নচাপ আর মেঘভাঙা বৃষ্টিতেই জেরবার ভারত। চলতি বছরের বর্ষায় যেমন টানা বৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর বন্যা-ধস-হড়পা বানের সাক্ষী থেকেছে প্রায় গোটা দেশ। ভারতের এই জলবায়ু পরিবর্তনকে ‘ম্যানমেড’ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পরিবেশবিদ তথা বিজ্ঞানী সুজীব করের কথায়, ভারতে বর্ষা প্রধানত মৌসুমি বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু প্রায় ১২-১৫ বছর ধরে মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কমেছে। এখন বৃষ্টি হয় শুধুই নিম্নচাপে। সাধারণত, উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজস্থানের থর মরুভূমির উপর একটা সক্রিয় নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার কথা। সেটাই বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে জলীয় বাষ্পকে টেনে আনে। একেই আমরা মৌসুমি বায়ু বলে চিনি। কিন্তু এখন সেই নিম্নচাপটা তৈরিই হয় না। তার কারণ, রাজস্থানে বৃক্ষরোপণ।

সুজীববাবুর সংযোজন, ১৯৮৩ সালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাজস্থানে বিপুল বৃক্ষরোপণ হয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। কারণ, গাছ লাগানো ভাল, কিন্তু সব জায়গায় নয়। তাই তখন থেকেই ভারতের জলবায়ুর ক্ষয়ক্ষতি শুরু। আগে একটাই নিম্নচাপ হত, এখন একাধিক নিম্নচাপ হচ্ছে। যা সাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্পকে টেনে আনছে। বায়ুমণ্ডলে বাষ্পীয় চাপ বাড়ছে। তৈরি হচ্ছে কিউমুলোনিম্বাস মেঘ, যার গভীরতা ও ঘনত্ব অনেক বেশি। এর জন্যই এখন অতিবৃষ্টির এত বাড়বাড়ন্ত। এটা বছর বছর আরও বাড়বে। কারণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুমেরু-কুমেরুর বরফ গলে সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে। মোট ক্ষেত্রফলও বাড়ছে। স্বাভাবিকের থেকে বেশি জলীয় বাষ্প তৈরি হচ্ছে। জলচক্র আরও দ্রুত হচ্ছে। আরও সক্রিয় হচ্ছে এল-নিনো এবং লা-নিনা। আর এই লা-নিনার অতি-সক্রিয়তার প্রভাবেই এবার ভারতে হাড়কাঁপানো ভয়ঙ্কর ঠান্ডা পড়বে।

■ উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আটকে পড়া পর্যটকদের কাছ থেকে বাড়তি বিমান ভাড়া নেওয়ার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিক্ষোভ-কর্মসূচি আইএনটিটিইউসির। এনএসসিবিআই এয়ারপোর্ট কন্ট্রাক্টর্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন দেখানো হল বৃহস্পতিবার।

এনআরসির চক্রান্ত

(প্রথম পাতার পর)

বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে নির্বাচনী ও বিএলও-দের সঙ্গে বৈঠক করেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। দু’দফায় বৈঠক হয়। সেখানে উপনির্বাচন কমিশনারের পক্ষ থেকে বলা হয়, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির শেষভাগ থেকে মার্চের গোড়ার দিকে বিধানসভা ভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। এর মাঝে ভোটার তালিকা তৈরির পর্ব শেষ করতে চায় কমিশন। যদিও রাজ্যের স্পষ্ট কথা, বৈধ ভোটার বাদ দিলে প্রতিবাদ হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ থেকে অন্যের বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল দুই মহিলার বিরুদ্ধে। বালুরঘাট থানার পুলিশ দুজনকে থানায় আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে

ত্রাণ বিতরণ

আইএনটিটিইউসির

■ দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ও নদিয়া জেলার গয়েশপুর পুরসভার যৌথ উদ্যোগে উত্তরবঙ্গে বন্যাকবলিত এলাকায় শিলিগুড়ির ৩২নং ওয়ার্ডে জ্যোতিনগর কলোনি ও পোড়াঝাড় এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করা হয়। ছিলেন দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নির্জল দে, ৩২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর তাপস চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত কর, দেবাশিস দাস, যুব ব্লক সভাপতি অমিত ঝা প্রমুখ।

মাধ্যমিক শিক্ষক

■ জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি বিধানসভার গধেয়াকুঠি অঞ্চলের বগরিবাড়ি এলাকায়। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির শিক্ষক নেতা বিজন সরকার,অঞ্জন দাস ও জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষকবৃন্দের উদ্যোগে শাড়ি, ধুতি, বাচ্চাদের পোশাক, মশারি, চাল, মুড়ি, সয়াবিন, পানীয় জলের বোতল, বইখাতা ইত্যাদি সামগ্রী তুলে দেওয়া হল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের হাতে।

প্রাথমিক শিক্ষক

■ জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ার কুঠি অঞ্চল ও বাকড়িবাড়ি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। বুধবার গধেয়ার কুঠি অঞ্চল ও বাকড়িবাড়ি অঞ্চলে শুকনো খাবার, পাউরুটি, বিস্কুট, মুড়ি দুধের প্যাকেট, পানীয় জল, শিশুদের জন্য চকোলেট, দুধ ইত্যাদি বিতরণ করলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য নেতৃত্ব পলাশ সাধুখাঁ, ভাস্কর কুন্ডু, গোবিন্দ পাল প্রমুখ। ছিলেন স্বপন বসাক, রত্নদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখও।

জলপাইগুড়িতে ভিটেহারা মানুষকে ঘর গড়ে দিচ্ছে পুলিশ, খুলেছে হেল্প ডেস্ক

প্রতিবেদন : বৃষ্টি, ধস, প্লাবন— সব কিছু মিলিয়ে বহু মানুষ ভিটেহারা, বিপন্ন। তাঁদের পাশে দাঁড়াল পুলিশ প্রশাসন। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ ময়নাগুড়ি ও নাগরাকাটা থানার অন্তর্গত বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্গঠনমূলক কাজে কোমরবেঁধে নেমেছে। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের সদস্যরা স্থানীয় প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ির এসডিপিও গ্যালসেন লেপচা, ওসি ডাউকিমারি আউট পোস্টের নেতৃত্বে ধূপগুড়ি থানার কুল্লাপাড়া রিলিফ ক্যাম্প পরিদর্শন করা হয়। এসডিপিও বন্যাকবলিত মানুষ ও শিশুদের মধ্যে মশারি, পোশাক, বিস্কুট ও পানীয় জল বিতরণ করেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাও পরিদর্শন করা হয়। সেখানে পুলিশের হেল্প ডেস্কও সক্রিয় রয়েছে। পুলিশ কর্মীরা যেসব কাজ করছেন, তার মধ্যে রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিষ্কার করা। বাড়িঘর মেরামতের কাজে সহায়তা। কমিউনিটি কিচেনের মাধ্যমে খাবার বিতরণ। জামাকাপড়, ওষুধ, পানীয় জলের মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ। বহু ছাত্রছাত্রীর বইপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই তাদের বই ও পাঠ্যসামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সর্বদা মানুষের পাশে থেকে নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করছে। পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থাও বাড়ছে।

■ ছোট শিশুদের হাতে দেওয়া হচ্ছে খাবার। ডানদিকে, পুলিশ কর্মীরা ঘর গড়ে দেওয়ার কাজে হাত লাগিয়েছেন।

ভেলায় চেপে দুর্গতদের পাশে তৃণাঙ্কুর-মহুয়া

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও তিস্তার জলের তলায়। ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙা অঞ্চলের বাসুসুবা গ্রাম-সহ একাধিক গ্রাম জলমগ্ন। এদিন দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভেলায় করে দুর্গত গ্রামে পৌঁছন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য এবং জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ। সঙ্গে জেলা ও ব্লকস্তরের একাধিক নেতৃত্ব। তাঁরা দুর্গতদের হাতে খাদ্যসামগ্রী, কাপড়, শিশুদের জন্য চকোলেট, বিস্কুট, কেক-চিপস, মহিলাদের শাড়ি, শিশুদের জামা, কুর্তি ইত্যাদি তুলে দেন। তৃণাঙ্কুর বলেন, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। এই দুর্দিনে রাজনীতি নয়, মানুষকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। মহুয়া বলেন, ঝুঁকি নিয়েই দুর্গত গ্রামে গিয়েছি। মানুষের চোখে যে অসহায়তা দেখেছি, তা আমাদের আরও দায়বদ্ধ করে তুলেছে। ছিলেন দেবজিৎ সরকার, গৌরব ঘোষ, মহাদেব রায়, বিশাল সরকার প্রমুখ।

খগেন মুর্মুদের ওপর হামলায় ধৃত আরও ২

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : সোমবার উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটার বামনডাঙায় দুই বিজেপি নেতা সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের ওপর হামলার ঘটনায় আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। বুধবার প্রায় রাত ৩টের সময় নাগরাকাটার খয়েরবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় শাহনুর আলম ওরফে মান্নান (৩০) এবং তৌফায়েল হোসেন ওরফে মিলন (৩৬)-কে। অভিযোগ, এই দুজন হামলার ঘটনায় যুক্ত ছিল। এই নিয়ে মোট পাঁচ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এর আগে বুধবার নাগরাকাটার শুল্কাপাড়া থেকে আকরামুল হক ও গোবিন্দ শর্মাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গত ৬ অক্টোবর টন্ডু চা-বাগান সংলগ্ন বামনডাঙায় সাংসদ ও বিধায়কের ওপর হামলার ঘটনায় এই পাঁচজন সরাসরি যুক্ত ছিল। ঘটনার পর থেকেই তারা গা-ঢাকা দেয়। ধারাবাহিক তল্লাশি ও গোপন খবরের ভিত্তিতে একে একে পাঁচ অভিযুক্তকে পাকড়াও করল পুলিশ।

মনোজ-হামলায় গ্রেফতার এক

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ দিতে গিয়ে মঙ্গলবার কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওঁরাও স্থানীয়দের রোষের মুখে পড়েন ভারত-ভুটান সীমান্তের বিত্তিবাড়ি গ্রামে। বুধবার ওই ঘটনায় পাঁচজনের নামে কুমারগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বিধায়ক। ভিডিও ফুটেজ দেখে আশুতোষ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে বুধবার গভীর রাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। সে বিয়ারের বোতল নিয়ে বিধায়ককে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে আলিপুরদুয়ার আদালত জেল হেফাজত দিয়েছে।

দুর্যোগ কাটিয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে পর্যটন শুরু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রচণ্ডভাবে মার খেয়েছিল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানকে ঘিরে গড়ে ওঠা পর্যটন সার্কিট। সোমবারে দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পরেও, তার চিহ্ন রেখে গিয়েছিল জলদাপাড়ার যত্রতত্র। বৃহস্পতিবার এর মধ্যেই বনকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ছন্দে ফিরছে জাতীয় উদ্যান। শুক্রবার থেকে তাই কোদালবস্তি, চিলাপাতা ও পূর্ব রেঞ্জের শালকুমার গেট থেকে জিপসি সাফারি খুলে যাচ্ছে পর্যটকদের জন্য। তবে এই মুহূর্তে শুরু হচ্ছে না হাতিসাফারি। রবিবার দুর্যোগের পর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল জিপসি ও হাতিসাফারি। ফলে পর্যটনের ভরা মরশুমে জলদাপাড়ায় জঙ্গল সাফারি করতে না পেরে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে পর্যটকদের। শুক্রবার থেকে বন দফতর পর্যটকদের জন্য জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের একটি বড় অংশ উন্মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় খুশি পর্যটন সংস্থাগুলি। ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, আমরা বন দফতরের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। ভরা মরশুমে পর্যটকেরা ফিরে যাচ্ছেন, এই ছবিটা আমাদের কাছে বেদনাদায়ক। ফের সাফারি শুরু হতে চলায় আমরা খুশি। ডিএফও পারভিন কাসোয়ান বলেন, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। সম্পূর্ণ পরিস্থিতি অনুকূলে চলে এলে ফের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান স্বমহিমায় ফিরবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 October, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বাস-লরি সঙ্ঘর্ষে জখম ২০ যাত্রী হাসপাতালে

সংবাদদাতা, শালবনি : মেদিনীপুর থেকে যাত্রী নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে দ্রুতগতিতে বাঁকুড়ার খাতরায় যাচ্ছিল একটি বেসরকারি বাস। ভাদুতলা থেকে লালগড়গামী জঙ্গলের রাস্তায় প্রচণ্ড গতিতে ছুটছিল বাসটি বলে যাত্রীদের অভিযোগ। ভাদুতলা থেকে একটু এগোনোর পরই চিংড়িশোল এলাকায় পৌঁছতে দুর্ঘটনা ঘটে রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতি তৈরি হয়। ২০ জন বাসযাত্রীকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় মেদিনীপুর মেডিক্যালে। ঘটনাস্থলে আসে শালবনি থানার পুলিশ। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে দ্রুতগতিতে চলা বাসটি চিংড়িশোল এলাকায় উল্টো দিক থেকে আসা একটি লরির সামনে পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে লরিকে। কাছেই থাকা নাকা চেকিং পয়েন্ট থেকে পুলিশ এবং স্থানীয়রা এসে বাসের ভিতরে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করে বিভিন্ন গাড়িতে চিকিৎসার জন্য পাঠান মেদিনীপুর মেডিক্যালে। খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে বিধায়ক সুজয় হাজরা আহতদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।

ভিড়ে ঠাসা বিজয়া সম্মিলনীতে মন্ত্রী মানসের বার্তা, বিধানসভার ভোটযুদ্ধের জন্য তৈরি হোন

সংবাদদাতা, তমলুক : বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে দলের নেতা-কর্মীদের নির্বাচনী যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়ার বার্তা দিলেন সেচমন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া। বৃহস্পতিবার বিকেলে তমলুক সংগঠনিক জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে ও শহর তৃণমূলের আয়োজনে তমলুকের সুবর্ণজয়ন্তী ভবনে উপচে পড়া ভিড়ে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মন্ত্রীর বার্তা, দলের হয়ে কাজ করুন, আমাদের পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। দল না থাকলে আমরা কেউ কিছু নয়। এই যুদ্ধের জন্য তৈরি হোন। এই যুদ্ধ হবে বিজেপির অধর্মকে পরাজিত করে তৃণমূল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। গত লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি আসনই হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। সেই জায়গায় বিধানসভা নির্বাচনে যাতে বিজেপিকে জায়গা ছাড়া না হয় সেজন্য আগাম মানুষের দোরে দোরে পৌঁছানোর নির্দেশ দেন মন্ত্রী। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি

সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি কাউন্সিলর এবং জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ দেন তিনি। ভোটার লিস্ট খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, আপনারা ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট এবং ২০২৫ সালের ভোটার লিস্ট পাল্টে পাল্টে দেখুন। দলের প্রতিটি কর্মসূচিতেও হাজির হন। এছাড়াও প্রতিটি কাউন্সিলর, প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য মানুষের কাছে পৌঁছন। তাঁদের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক

তমলুক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে দাঁড়ান। তাহলেই দেখবেন সবটাই নিজের ছন্দে ফিরে আসবে। এদিন বক্তব্যের মাঝেই তাম্রলিপ্ত পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়কে এলাকার সমস্ত ছাত্র-যুব, মাতৃশক্তিকে জাগিয়ে তোলার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। চলতি মরসুমের প্রবল বর্ষা নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য, এবছর মেঘ ফুটো হয়ে যাওয়ার মতো বৃষ্টি হচ্ছে। কিছু করার নেই। দুই মেদিনীপুরে এ বছর বৃষ্টি হয়েছে ২৫৮০ মিমি, যা খুবই

■ বর্ধমানে ভিড়ে ঠাসা বিজয়ার মঞ্চ। ডানদিকে, অন্যদের সঙ্গে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

ভয়ংকর। আমরা যখন শারদোৎসবে আনন্দ করছি তখন তিন দিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিষেবা দিয়ে বলছেন, আমি তো আছি। ভয় নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কেন্দ্রের সরকার উত্তরবঙ্গের ঘটনাকে দুর্যোগ বলে ঘোষণা করেনি। আপনারাই দেখুন কী ধরনের বঞ্চনা। এদিনের বিজয়া সম্মিলনীতে মন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন জেলা সভাধিপতি ও বিধায়ক উত্তম বারিক, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র, সুকুমার দে, তাপসী মণ্ডল, জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়, পুরপ্রধান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ, তাই লড়াই এখন বেশি কঠিন, বিজয়া সম্মিলনীতে জেলা সভাপতি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : সিপিএম আমলে রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়েছিল। অনেকে মারা গিয়েছিল। শত্রুকে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম। অনেক লড়াই করে জয় পেয়েছি। এখন পূর্ব বর্ধমানে দুটি লোকসভা আসনের সঙ্গে ১৬টি বিধানসভাও আমাদের দখলে। কিন্তু এবারের লড়াই অন্যরকম। এবারে শত্রুকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। অনেকটা ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো।

বর্ধমান

■ মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা সরকার, খোকন দাস প্রমুখ।

বৃহস্পতিবার বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে বর্ধমান শহর তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে এই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে কর্মিমহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। অনেকেই বলেন, দলের মধ্যে থেকে গোপনে দলের বিরুদ্ধাচারণ এবং শৃঙ্খলাভঙ্গ করা নেতা-কর্মীদের কার্যত সাবধান করে দিয়েছেন জেলা সভাপতি তাঁর এই বক্তব্যে। রবিবাবু নেতা-কর্মীদের বলেন, লড়াই এবার কঠিন হলেও লড়াই করতে হবে। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটেও প্রতিটি আসনে জয় নিশ্চিত করতে হবে। এদিন বর্ধমান শহর তৃণমূল সভাপতি তন্ময় সিংহরায় শুরুতেই দলের নির্দেশ শুনিয়ে বলেন, কোনও বিতর্কিত বক্তব্য রাখা চলবে না। শুধু বিজয়া সম্মিলনীর শুভেচ্ছা বিনিময় হবে। বক্তব্য পেশ করেন বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল সাংসদ তথা এই বিজয়া সম্মিলনীর রাজ্য পর্যবেক্ষক ডাঃ শর্মিলা সরকার, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার প্রমুখ।

মোদি নেন দিদি দেন, বিজয়া সম্মিলনীতে মানুষকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন দেবাংশু

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : মানুষ জিএসটি হিসাবে যে কর দেন, তা থেকে রাজ্যের প্রাপ্য অংশের পুরোটাই নানা প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের কাছেই ফিরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। আর মোদি সেই টাকায় গুজরাটে ৩ হাজার কোটি টাকা দিয়ে মূর্তি তৈরি করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের ভাবনার তফাত এটাই। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ার আড়ষা কলেজে তৃণমূলের বিজয়া সম্মীলনীতে একথা বলেন দলের আইটি শাখার রাজ্য সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য। এদিন থেকেই জেলায় বিজয়া সম্মিলনী শুরু হয়েছে। চলবে ১৭ অক্টোবর অবধি। এদিন দেবাংশু ছাড়াও সভায় ছিলেন দলের জেলা সভাপতি রাজীবলোচন সরেন, জেলা চেয়ারম্যান শান্তিরাম মাহাত, মন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু, বিধায়ক সুশান্ত মাহাত, আইএনটিইউসি জেলা সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত প্রমুখ। ভিড়ে ঠাসা সভায় দেবাংশু বলেন, পুরুলিয়ার ৯টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৬টি রয়েছে বিজেপির হাতে। সাংসদও বিজেপির। অথচ মানুষের পাশে রয়েছে শুধুই তৃণমূল। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে কন্যাশ্রী, সবুজ সাথীর সাইকেলের কথা উল্লেখ করেন তিনি। উপস্থিত কর্মীরা দেবাংশুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়া নিশ্চিত করেই আসছে তৃণমূলের হাতেই।

পুরুলিয়া

■ বক্তব্যরত দেবাংশু ভট্টাচার্য। রয়েছেন শান্তিরাম মাহাত, রাজীবলোচন সরেন, সন্ধ্যারানী টুডু, সুশান্ত মাহাত, উজ্জ্বল কুমার, নিবেদিতা মাহাত।

বিজেপিকে পর্যুদস্ত করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিজয়া সম্মিলনী জমে গেল সভাধিপতির গানে

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী গান-কবিতা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিবেশিত হয়। কৃষ্ণনগর ১ ব্লকের এই বিজয়া সম্মিলনী হয় কৃষ্ণনগর পুরসভার দ্বিজেন্দ্র মঞ্চে। কৃষ্ণনগর শহর ও পার্শ্ববর্তী পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মূল বক্তা ছিলেন সাংসদ তথা জেলা সভাপতি মহুয়া মৈত্র। ছিলেন জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, জেলা যুব সভাপতি অয়ন দত্ত, মহিলা তৃণমূল সভাপতি মল্লিকা চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি সম্রাট চট্টোপাধ্যায়-সহ কৃষ্ণনগরের অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান নরেশ দাস ও কাউন্সিলররা। গত বিধানসভা ভোটে বিজেপি একমাত্র কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল। এবার সেটি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ২০২৬-এর নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের ডাক দেন মহুয়া।

কৃষ্ণনগর

■ মঞ্চে সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, অয়ন দত্ত প্রমুখ।

পরে তাঁর আগ্রহেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ফেরে অনুষ্ঠান। মহুয়ার কথায় মাইক্রোফোন হাতে দে দে পাল তুলে দে গানে মাতান জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা। দেখা যায় ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি এবং তৃণমূল কর্মীরাও মাইক্রোফোনে গান ধরেন। একদিকে বিজেপিকে পর্যুদস্ত করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অন্যদিকে সংস্কৃতির ছোঁয়ায় আনন্দের শরিক হন বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত সকলেই।

বুধবার রাতে যুগডিহায় নাকা চেকিংয়ের সময় গাড়িতে বন্দুক নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ভামাল গ্রামের বিপ্লব মণ্ডলকে গ্রেফতার করে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। গোপীবল্লভপুর থেকে ফেকোর দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি

হলদিয়ায় ৫৫০০ কোটির নয়া প্ল্যান্টের জন্য পৌঁছল ৫ অক্সিডাইজার

বাড়বে উৎপাদন, কর্মসংস্থানের সুযোগ

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● হলদিয়া

শিল্পশহর হলদিয়ার মুকুটে জুড়ছে নয়া পালক। প্রায় ৫সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা খরচে নতুন প্ল্যান্ট চালুর পথে আরও এক ধাপ এগোল হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস। ২০২৬-এই পেট্রোকেমিক্যালসের তরফে চালু হবে ফেনল ও অ্যাসিটোন তৈরির নতুন এই প্ল্যান্টটি। যার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে চলতি সপ্তাহেই। নির্মীয়মাণ প্ল্যান্টের জন্য হলদিয়ায় এসে পৌঁছেছে বৃহদাকার ৫টি অক্সিডাইজার। এগুলি রফতানি করেছে আমেরিকার লুমাস টেকনোলজি। এগুলি তৈরি করবে ফেনল ও অ্যাসিটোন। নতুন কারখানাটি নির্মাণে এই ৫টি অক্সিডাইজার নিয়ে আসার জন্যে শিল্পশহরে কদিন ধরে চলছিল দক্ষযজ্ঞ। এক একটি লম্বায় প্রায় ৩৩ এবং চওড়ায় প্রায় ৮ মিটার। বৃহদাকার এক-একটি অক্সিডাইজারের ওজন প্রায় সাড়ে ৩০০ কেজি। এগুলি প্রথমে জাহাজে হলদিয়া বন্দরে এসে পৌঁছায়। বন্দর থেকে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের বেশ কয়েক কিলোমিটার পথে সেগুলি আনার জন্য বিশাল আয়োজন করে পেট্রোকেমিক্যালস সংস্থা। এর জন্য সব রকমের সরকারি অনুমোদন নেওয়া হয়। নির্বিঘ্নে চলাচলের স্বার্থে রাস্তার কিছু অংশ সাময়িকভাবে ঠিক করা এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের যথাযথ বিন্যাস সুনিশ্চিত করা হয়। আধিকারিকদের উপস্থিতিতে রাতভর রাস্তায় হ্যালোজেন জ্বালিয়ে অক্সিডাইজারগুলি নিয়ে আসা হয়েছে পেট্রোকেমিক্যালস চত্বরে। পাঁচটির মধ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরেই দুটি পৌঁছয়। বাকি তিনটি পৌঁছায় রাতে। হলদিয়ায় নয়া এই প্ল্যান্ট চালু হলে শিল্পাঞ্চলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নয়া দিগন্ত খুলে যাবে। পেট্রোকেমিক্যালসের উৎপাদন ক্ষমতাও কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধেই নতুন প্রকল্পটি চালু হয়ে যাবে। ফলে বছরে ৩৪০ কেটিপিএ ফেনল এবং ২১৫ কেটিপিএ অ্যাসিটোন উৎপাদন সম্ভব হবে বলে দাবি পেট্রোক্যাম কর্তৃপক্ষের। আর এতে রাসায়নিক শিল্পে বিশেষ ভূমিকা নেবে এই সংস্থা।

■ হলদিয়া পেট্রোকেমে পৌঁছল অক্সিডাইজার।

ভিনরাজ্যে নাবালিকার বিয়ে রুখল পুলিশ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : চুপিচুপি নাবালিকা মেয়ের বিয়ের তোড়জোড় চলছিল। পরিবারের লোকজন ভিনরাজ্যে পাত্রের কাছে পাঠানোর সমস্ত বন্দোবস্তও প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেন। বিয়ের কথা ছিল মাত্র তিন দিন পরেই। কিন্তু ঠিক তখনই হাজির হয় পুলিশ। সঙ্গে দুর্গাপুরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। মুহূর্তের মধ্যে ভেস্তে যায় নাবালিকার অকাল বিয়ের ছক। দুর্গাপুরের সগড়ভাঙা ঘুঘিকডাঙা এলাকার ঘটনা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সূত্রে খবর, নাবালিকা মেয়েটির বাবা মারা গিয়েছেন। তাই মা তাঁর নাবালিকা কন্যার ভিনরাজ্যে বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন গোপনে। খবর পৌঁছয় দুর্গাপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে। সংস্থার কর্ণধার শিল্পী পাল জানান, আমাদের কাছে গোপনে খবর আসে যে এক নাবালিকার বিয়ের প্রস্তুতি চলছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাই এবং বুধবার সন্ধ্যায় আমরা ওই বাড়িতে পৌঁছই। পরিবারের কাছ থেকে জানতে চাই কেন ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পর পরিবারকে সতর্ক করা হয় এবং জানানো হয় যে, আইনানুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ না হলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না। যদি আমরা জেনেও চুপ থাকতাম, তাহলে হয়ত আরেকটি শিশুর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে হারিয়ে যেত। ওর মা কথা দিয়েছেন, ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেবেন না। মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হয়। সমাজকে বদলাতে হলে বাল্যবিবাহ রোধে সবাইকেই সচেতন হতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের পাশে থাকতে হবে।

সীমান্তে অনুপ্রবেশ, পুলিশের হাতে ধৃত ৬

প্রতিবেদন : ফের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করায় ডোমকল মহকুমার দুই জায়গা থেকে গ্রেফতার হল ৬ বাংলাদেশি। বুধবার গভীররাতে ডোমকল থানার ভাতশালা ও রানিনগরের হারুডাঙা সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয় এদের। তাদের থেকে পুলিশ উদ্ধার করে বাংলাদেশি সিম-সহ দুটি মোবাইল। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এই অভিযান চালায় ডোমকল থানার পুলিশ। ভাতশালা মোড় থেকে আকাশ শেখ (২০), রবি শেখ ওরফে সৌন শেখকে (১৯) গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের দবাড়ি বাংলাদেশের করিমগঞ্জ জেলার কিশোরগঞ্জে। অন্যদিকে রানিনগর থানার পুলিশ সীমান্তের হারুডাঙায় অভিযান চালিয়ে মহম্মদ তরিকুল ইসলাম (৩০), মহম্মদ জসিমউদ্দিন (২৯), মহম্মদ নুর ইসলাম (৩৬) ও মহম্মদ রবিউল ইসলামকে গ্রেফতার করে। এদের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার সাহারাগাছি গ্রামে। পুলিশ জানায়, ধৃতেরা বৈধ কাগজ ছাড়াই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের ধারায় ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে নদীবাঁধ এলাকায় সমীক্ষা সেচ দফতরের

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের সঙ্গে সংযুক্ত ঘাটাল শহরের কৃষ্ণনগর মৌজা থেকে শুরু করে নিশ্চিন্দিপুর মৌজা পর্যন্ত নদীবাঁধ বরাবর একটি সমীক্ষা হল বৃহস্পতিবার সেচ ও জলপথ দফতরের ইঞ্জিনিয়ার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে। নদীবাঁধ বরাবর একটি ডুয়ার্ফ বাঁধ তৈরি হবে। সেই কাজ খতিয়ে দেখলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ কর, সাংসদ দীপক অধিকারীর (দেব) প্রতিনিধি রামপদ মান্না-সহ অন্যরা।

■ নদীবাঁধ এলাকা পরিদর্শনে সেচ দফতরের কর্তারা।

হাতির লেজ ধরে টানায় আটক এক বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছে বনকর্মীরা

সংবাদদাতা, শালবনি : লেজ ধরে টানা, পাথর ছোঁড়া, লাঠি ছোঁড়া-সহ হাতিকে উত্ত্যক্ত করার ছবি দেখা গিয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির রঞ্জা এলাকায়। সেই ভিডিও সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হতেই এক যুবককে আটক করে বন দফতর। বাকিদের খোঁজ চলছে তল্লাশি। বুধবার শালবনির রঞ্জা এলাকার জাতীয় সড়কের উপর দুটি দাঁতাল হাতির লড়াই বাধায় প্রায় দু'ঘণ্টা যানজট হয়। দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন যানবাহন। সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে ভিড় জমান উৎসুক জনতা। আর তখনই বেশ কিছু যুবক হাতিকে লক্ষ্য করে পাথর-লাঠি ছোঁড়ে। এক যুবককে দেখা যায় জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে হাতির লেজ ধরে টানতে। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান পিড়াকাটা রেঞ্জের বনাধিকারিক শুভজিৎ দাস এবং রঞ্জা বিটের বনাধিকারিক নবেন্দু সাপুই-সহ বনকর্মীরা। ঘটনাস্থল থেকেই ওই যুবককে আটক করে রেঞ্জ অফিসে নিয়ে এসে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। বন দফতর জানায়, যুবকের নাম রাজকুমার মাহাত। বাড়ি শালবনির ভাঙাবাঁধ এলাকায়। পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখা হয়। পরে ভুল স্বীকার করে মুচলেকা দেওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়। পিড়াকাটার রেঞ্জ আধিকারিক শুভজিৎ দাস বলেন, হাতিকে উত্ত্যক্ত করায় বাকিদের খোঁজ চলছে। আইনানুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি হাতিকে উত্ত্যক্ত না করার বার্তা দিয়ে বন দফতরের তরফে এলাকায় মাইকিং করা চলছে।

নাগরিকত্ব প্রমাণের নোটিশে অসম সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি সাংসদের

নদিয়া

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণনগর ১ ব্লকের বিজয়া সম্মিলনী সম্পন্ন করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি সরকারের চক্রান্তের কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ তথা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মহুয়া মৈত্র। তিনি জানান, ধুবুলিয়ার দুই বাসিন্দা সঞ্জু শাহ শেখ ও আসাদ আলি শেখকে অসমের জোরহাটের এনআরসি দফতর থেকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের তথ্য চেয়ে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাও আবার অসমীয়া ভাষায়। ওই নোটিশে অসমের পুলিশ জানিয়েছে, সঞ্জু ও আসাদের কাছে ১৯৭১-এর আগে ভারতীয় নাগরিকত্বের কী কী প্রমাণ আছে তা জা জানতে অসম থেকে পুলিশ আসবে ধুবুলিয়ায় তাঁদের বাড়ি। অসম সরকারের নাগরিকত্ব প্রমাণের এই নোটিশের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে সাংসদ বলেন, অসম সরকার বাংলার নাগরিকদের এভাবে নোটিশ পাঠাতে পারে না। বাংলায় ভোটের আগে আতঙ্ক ছড়াতেই বিজেপি এটা করছে। আসাম ট্রাইব্যুনালের কোনও অধিকারই নেই বাংলায় ঢোকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিন বিজেপিকে বাংলায় ঢুকতে দেননি। এসব করেও ২৬-এর ভোটে বিজেপি বাংলায় স্থান পাবে না। অসম সরকারকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে মহুয়া বলেন, অসম সরকারের পুলিশ যদি বাংলায় আসার সাহস দেখায় তাহলে আমরাও দেখিয়ে দেব।

পুজোর শেষে ফের শুরু পাড়া শিবির

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পুজোর পরে ফের শুরু হয়েছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির। দুর্গাপুরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিধাননগরের এক বেসরকারি স্কুলে বৃহস্পতিবার হল এই শিবির। পলাশ নন্দী বলেন, মানুষ শিবিরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে তাঁদের নির্দিষ্ট ফর্ম জমা দিচ্ছেন। শিবিরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু, স্বাস্থ্যসাথী-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত ছাড়াও বিধাননগর হাউসিং কলোনির নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যার সমাধান হবে বলে জানা গিয়েছে।

■ দুর্গাপুরে চলছে পাড়া শিবির।

৫০০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি-সহ ধৃত দুই

সংবাদদাতা, এগরা : ভিনরাজ্য থেকে বাজি নিয়ে আসার সময় বৃহস্পতিবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা থানার পানিপারুল-দুবলা রাস্তার বেতায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ল উত্তর তাজপুরের তপন খাটুয়া ও মুক্তেশ্বর পাত্র। তপন খাটুয়ার বাজি মুক্তেশ্বর নিজের মেশিন ভ্যানে করে নিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, পুলিশের এই অভিযানে প্রায় ৫০০ কেজি শব্দবাজি ও বাজি তৈরির মশলা উদ্ধার হয়েছে। যেগুলি মূলত ওড়িশা থেকে নিয়ে এসে রাজ্যের খোলা বাজারে বিক্রির প্ল্যান ছিল তাদের। পুলিশ বাজি পরিবহনে ব্যবহৃত ইঞ্জিন ভ্যানটিকেও আটক করে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 October, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

কালিয়াচকে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী হয়ে উঠল মিলনমেলা

সংবাদদাতা, মালদহ : ধর্ম-বর্ণের ভেদ ভুলে উৎসবের আনন্দে মেতেছে কালিয়াচক। বৃহস্পতিবার টাউন লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে তৃণমূলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী ও শারদ সম্মাননা অনুষ্ঠান। উজ্জ্বল আলোক, সঙ্গীতের মূর্ছনা আর উপচে-পড়া ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে প্রাঙ্গণ। ছিলেন রাজ্য তৃণমূল মুখপাত্র ঋজু দত্ত, রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজির নুর, জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, ব্লক সভাপতি সারিউল শেখ প্রমুখ।

■ মঞ্চে ঋজু দত্ত, মৌসম বেনজির নুর, আবদুর রহিম বক্সি প্রমুখ।

শুরুতেই অতিথিদের ব্যাজ ও উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন হয় অনুষ্ঠানের। এদিন কালিয়াচক-১ ব্লকের ৬৮টি দুর্গাপুজো কমিটিকে শারদ সম্মাননা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি এলাকার শিক্ষক, সমাজসেবী ও ক্রীড়াবিদদেরও সম্মানিত করা হয়। ঋজু জানান, বিজয়া সম্মিলনীতে হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে একসঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিয়েছি। সম্প্রীতি ও ঐক্যের এই বার্তাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য।

বিজেপি নেতাকে ধিক্কার বিপরীতে প্রদীপকে স্বাগত

■ মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে বরণ করে নিচ্ছেন গ্রামের মানুষ।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: সোমবার অল্প কিছু শুকনো মুড়ি নিয়ে ত্রাণের রাজনীতি করতে কুমারগ্রাম ব্লকের ভলকা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর গিয়েছিলেন কুমারগ্রামে বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। সেখানে সেদিন গ্রামের বাসিন্দারা 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' প্রশ্ন করে গো ব্যাক স্লোগান দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। সেই বিষ্ণুপুর গ্রামেই বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে বরণ করে নিলেন ফুল ও করতালিতে। সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক, বিডিও রজতকুমার বলিদাকে সঙ্গে নিয়ে এদিন দুপুরে বিষ্ণুপুর মুসলিমচর গ্রামে পৌঁছন মন্ত্রী। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। মন্ত্রী জানান মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে, গ্রামের মানুষদের বিপদের দিনে পাশে দাঁড়াতে এসেছেন। কৃষকেরা তাঁকে জানান, সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রী তথা রাজ্য সরকার পাশে থাকায় তাঁরা খুশি।

দ্বিতীয় হুগলি সেতু বন্ধ

■ নির্দিষ্ট মেরামতের কাজের জন্য সপ্তাহে শেষ দু'দিনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। শনিবার ১১ অক্টোবর সেতু বন্ধ থাকবে ভোর ৫টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত মোট চার ঘণ্টা ও রবিবার বিকেল ৩টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত, মোট পাঁচ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে।

উদ্ধার হেরোইন

শিলিগুড়িতে

■ বড়সড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। বুধবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস খবর পান, মাদক নিয়ে দু'জন ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছে। পরে খালপাড়ার ওসি সুদীপকুমার দত্ত সাদা পোশাকের টিম নিয়ে ঠক্কর ব্রিজের কাছে দু'জনকে আটক করেন। তল্লাশিতে দুই ধৃতের কাছ থেকে প্রায় ৪০০ গ্রাম হেরোইন মেলে। দু'জনকেই গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম মহঃ পাপ্পু এবং মহঃ রাহুল। দু'জনেই শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার আশরাফ নগর এলাকার বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজার মূল্য তিন লক্ষ টাকা।

মালদহে, জালে ৫

■ বড়সড় সাফল্য পেল মালদহ থানার পুলিশ। জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশ বুধবার গভীর রাতে কালুয়াদিঘি ১২ নং জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে প্রায় ৬০০ গ্রাম হেরোইন, যার বাজারমূল্য প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার হয় তিন বিহারবাসী রাকেশ রাজ, শান্তনু কুমার ও জ্যোতিষ কুমার।

রায়গঞ্জে

■ রায়গঞ্জে মাদক উদ্ধার। গ্রেফতার তিন যুবক। আনুমানিক ৩০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকা। ধৃতদের নাম হালিম শেখ (২১), এমাজউদ্দিন (২২), সুশান্ত রবি দাস (২৮)। মালদা থেকে শিলিগুড়িগামী সরকারি বাসে রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড়ে আসে ধৃতেরা।

ছন্দে ফেরাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা

উত্তরবঙ্গ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস এবং বিভিন্ন বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় হাজার হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত চাষের জমি ও চা-বাগান, ভেঙেছে সড়ক ও সেতু, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের

■ বিপন্ন মানুষদের সঙ্গে কথা বলছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

পরিকাঠামো। নজিরবিহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগে গোটা উত্তরবঙ্গ কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও রাজ্য সরকার দ্রুত তৎপর হয়ে উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। ত্রাণের কাজে ইতিমধ্যেই তিন কোটিরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নিহতদের পরিবারকে এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা এক্সগ্রাশিয়া হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। দুর্গত এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে নগদ সাহায্য, প্রায় তিন লক্ষ ত্রিপল এবং সাড়ে চার লক্ষ পোশাক। পাশাপাশি ১৫ হাজারেরও বেশি বিপর্যয় মোকাবেলা কিট বিতরণ করা হয়েছে। চল্লিশেরও বেশি ত্রাণশিবিরে দুর্গত মানুষকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। ৩৫টি ত্রাণশিবিরে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ রয়েছেন। ফসলের ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। কৃষকদের জন্য বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে বাংলা শস্যবিমা যোজনা ও আমাদের পাড়া শিবির থেকে ক্ষতিপূরণের আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ইতিমধ্যেই আরও ২৯ সুফল আউটলেট খোলা হয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী ড. প্রদীপ মজুমদার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলা পরিদর্শন করে কৃষকদের হাতে উচ্চফলনশীল বীজ, ডাল, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট দেন। বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া নথি ও সনদপত্র ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে বইখাতা। পরিকাঠামো মেরামতের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। ধূপগুড়ির কুল্লাপাড়ায় জরুরি ভিত্তিতে একটি বাঁশের সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। দুধিয়ার সেতুর নির্মাণকাজও চলছে। রাজ্য থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

তৃণমূল কর্মীকে অস্ত্রের কোপ বিজেপি দুষ্কৃতীর

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বামনহাটে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত দিনহাটা ২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপককুমার ভট্টাচার্যের ছায়াসঙ্গী। বুধবার রাতে বামনহাট অফিসপাড়া সংলগ্ন এলাকায়। নাম মুন্না। তিনি অফিসপাড়ায় একটি দোকান থেকে কিছু কিনছিলেন। সেই সময় বাপি বর্মন নামে এক যুবক অতর্কিত আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। জনতা বাপিকে আটকানোর চেষ্টা করে। সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এসে আহত মুন্না এবং বাপিকে উদ্ধার করে বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। পরে গ্রেফতার করা হয় বাপিকে। দীপকের অভিযোগ, বাপি বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতী।

আবার চালু টয় ট্রেন

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : চারদিন পরে আবার চালু হল টয় ট্রেন। গত রবিবার অনেক জায়গায় ভূমিধসের কারণে টয় ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। বৃহস্পতিবার থেকে ট্র্যাকের সমস্ত ভূমিধস পরিষ্কার করে ফের চালু হল। তবে আপাতত এটি কার্শিয়াং স্টেশনে পৌঁছয় এবং ২০ মিনিট পরে এনজেপির দিকে এগিয়ে যায়। ট্রেনে তিনটি বগি ছিল। পর্যটকরা দার্জিলিং থেকে এনজেপির দিকে গেলেন। কিছু বিদেশি পর্যটকও ছিলেন। কলকাতার কিছু পর্যটক জানান, টয় ট্রেন বুক করেছিলেন। আজ আবার শুরু হয়েছে ফলে এনজেপি অবধি আবার টিকিট কেটেছেন। ট্যুর অপারেটররাও খুশি আবার টয় ট্রেন চালু হওয়ায়।

রাজগঞ্জে ৬১ লক্ষ টাকায় নতুন রাস্তার কাজ শুরু

■ রাস্তার কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে খগেশ্বর রায়।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় রাজগঞ্জ বিধানসভার পানিকৌড়ি অঞ্চলের কলেজ মোড় থেকে বিবেকানন্দ কলোনি পর্যন্ত এক কিলোমিটার পেভার্স ব্লকের রাস্তার কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজগঞ্জ বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। প্রকল্পে ব্যয় হবে ৬১ লক্ষ টাকারও বেশি। ছিলেন জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গ্রামবাসী এবং পড়ুয়ারা। দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই রাস্তা সংস্কারের। খগেশ্বর বলেন, এই রাস্তা তৈরি হলে এলাকার হাজারও মানুষ উপকৃত হবেন। সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে স্কুল-কলেজগামী ছাত্রছাত্রীদের। তাদের যাতায়াত হবে অনেক সহজ ও নিরাপদ। স্থানীয় বিমল সরকার জানান, বহুদিনের চাহিদা ছিল এই রাস্তা। বৃষ্টি হলে হাঁটাচলা মুশকিল হয়ে যেত। গাড়ি চালানোও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। পাকা রাস্তা হলে সত্যিই স্বস্তি পাব। এদিনের অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীরা বিধায়কের হাত ধরে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডাইনি অপবাদে একই পরিবারের ৩ জনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হল। ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের লোহার ডাগায়। বুধবার রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় লক্ষ্মণ নাগেসিয়া, তাঁর স্ত্রী বিফানি ও ৭ বছরের পুত্র রামবিলাসকে খুন করে চম্পট দেয় আততায়ীরা

দিল্লি দরবার
10 October 2025 • Friday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

বিহার নিয়ে শীর্ষ আদালতের কড়া নির্দেশ

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেলে দিতে হবে আইনি সাহায্য

নয়াদিল্লি: বিহারের ভোটার তালিকাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড়ের মাঝেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা বিনামূল্যে পাবেন আইনি সাহায্য। এই কাজে যাবতীয় সহযোগিতার জন্য সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে সে রাজ্যের লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে। জেলাস্তরে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করতে বলা হয়েছে বিহারের লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে। ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের আবেদন করতে বলা হয়েছে বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি ছিল এসআইআর সংক্রান্ত মামলার। তখনই আদালত স্পষ্ট করে দেয়, আমরা চাই সকলে যেন আবেদন করার যথাযথ সুযোগ পান। তাঁদের নাম কেন বাদ পড়েছে, সে ব্যাপারেও বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও নির্দেশ থাকা উচিত তাঁদের কাছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটি যেন কোনও বাক্যের দুর্বোধ্য নির্দেশ না হয়।

এদিকে রাজনৈতিক কর্মী ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ যোগেন্দ্র যাদব বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে দাবি করেছেন, বিহারে এসআইআরের ফলে ভারতের ইতিহাসে ভোটারদের বাদ পড়ার সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটেছে। বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর-এর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া একাধিক আবেদনের শুনানির সময় বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের সামনে তিনি এই বক্তব্য পেশ করেন। যাদব অভিযোগ করেন যে, এসআইআর প্রক্রিয়াটিকে পদ্ধতিগত, কাঠামোগত এবং লক্ষ্যবস্তু বহিষ্কারের একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যাদব বেঞ্চকে বলেন, ভোটার তালিকা ক্রটিমুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং নির্বাচন কমিশনেরই এটি করার দায়িত্ব। কিন্তু প্রশ্নটি হল সংশোধনের প্রকৃতি নিয়ে। তাঁর মতে, এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গুরুতর সমস্যার জন্ম দিয়েছে বিহারের এসআইআর।

তামিলনাড়ুর পর গুজরাতের আরও দুটি

তিনটি কাশির সিরাপে লুকিয়ে রয়েছে শিশুমৃত্যুর পরোয়ানা

ভোপাল : শুধুমাত্র একটি সিরাপই শিশুদের পক্ষে বিপজ্জনক নয়, অন্তত ৩টি কাশির সিরাপে লুকিয়ে রয়েছে মৃত্যুর পরোয়ানা। একইভাবে কিডনি বিকল হয়ে প্রবল সম্ভাবনা মৃত্যুর। ল্যাবরেটরি টেস্টের ফলফলেই তা স্পষ্ট। তামিলনাড়ুর পর গুজরাতের আরও দু'টি ফামাসিউটিক্যালসের সিরাপে মিলেছে বিপজ্জনক ডাইইথিলিন গ্লাইকল। এদিকে মধ্যপ্রদেশে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার করা হল তামিলনাড়ুর ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা স্রেসান ফার্মার মালিক রঙ্গনাথনকে।

মধ্যপ্রদেশে ২০ শিশু এবং রাজস্থানে ২ শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার পর পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা কমপক্ষে তিনটি কাশির সিরাপে ডাইইথিলিন গ্লাইকলের সহনশীল মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি বিষাক্ত উপাদান পাওয়া গেছে। সহনশীল মাত্রা হওয়া উচিত ০.১%। ডিইজি মানুষের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত এবং এটি তীব্রভাবে আঘাত করে কিডনিকে। যা অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি ও কিডনি বিকলের কারণ হতে পারে। রাজ্য ড্রাগ নিয়ন্ত্রকদের পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, গুজরাত-ভিত্তিক রেডনেক্স ফামাসিউটিক্যালসের রেসপিফ্রেশ সিরাপে ১.৩% ডিইজি ছিল। গুজরাত-ভিত্তিক অপর একটি সংস্থা শেপ ফার্মার 'রিলিফ' সিরাপে পাওয়া গেছে ০.৬% ডিইজি। এছাড়া, তামিলনাড়ু-ভিত্তিক স্রেসান ফার্মার 'কোল্ড্রিফ' সিরাপে অতি উচ্চ মাত্রার ৪৮.৬% ডিইজি শনাক্ত করা হয়েছিল। এই দূষিত সিরাপ খাওয়ার পর মধ্যপ্রদেশে কমপক্ষে ২০ জন শিশু কিডনি বিকল হয়ে মারা গেছে, এবং আরও নয়জন শিশু এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ডিইজি পেটে ব্যথা, বমি, ডায়রিয়া, প্রস্রাব করতে না পারা, মাথাব্যথা এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের মতো উপসর্গের কারণ হয়। পরিণতিতে ডেকে আনতে পারে মৃত্যুও। লক্ষণীয়, এই প্রথম নয়, এর আগেও জম্মু-কাশ্মীর ও গুরগাঁওতেও এমন শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে

চিরাগের দর কষাকষিতে বিহারে মহা ফাঁপরে বিজেপি-নীতীশ

পাটনা: আসন ভাগাভাগি নিয়ে শরিকদের চাপে বিধ্বস্ত বিজেপি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে লড়াইয়ের সম্ভাবনা ক্রমশই ক্ষীণ হয়েছে আসছে গেরুয়া শিবিরের। বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এবার এলজেপি প্রধান চিরাগ পাসোয়ানকে নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়ছে বিজেপি। পাটনা থেকে দিল্লি—আসন সমঝোতা নিয়ে চিরাগ পাসোয়ানের এখনও মন গলাতে পারেনি বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। আসলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ আসন নিয়ে দর কষাকষিতে বাকি শরিক দলকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। এনডিএ শিবিরের অন্য দলের আসন সমঝোতা নিষ্পত্তি হলেও, মূলত ৩টি ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজেপির গলার কাঁটা। চিরাগ রীতিমতো রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের। তাঁর দাবি, ৩০টি আসন ছাড়তে হবে তাঁকে। গত লোকসভা নির্বাচনে ৫ আসনে জয় পেয়েছে এলজেপি। এনডিএ শরিকদের আসন চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রার্থীতালিকা ঘোষণা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে এনডিএতে। এনডিএ শিবিরে জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমারের সঙ্গে আসন সমঝোতা প্রায় হয়েই গিয়েছে। কিন্তু চিরাগ এমন কয়েকটি আসন চেয়ে বসেছেন যা আদতে বিজেপি আর জেডিইউয়ের।

যোগীরাজ্যে আছড়ে পড়ল প্রাইভেট জেট

ফারুখাবাদ (উত্তরপ্রদেশ) : আমেদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার ক্ষত এখনও দগদগে। ৪ মাস যেতে না যেতেই আবার সেই ঘটনার স্মৃতি উসকে দিল যোগীরাজ্যের ফারুখাবাদ। ওড়ার পরমুহূর্তেই বৃহস্পতিবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় আছড়ে পড়ল একটি ছোট ব্যক্তিগত জেট। তবে স্বস্তির কথা, এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির খবর নেই। আশ্চর্যজনকভাবে কোনওরকমে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচেন বিমানের ২ পাইলট এবং কয়েকজন যাত্রী।

আমি স্তম্ভিত: প্রধান বিচারপতি

দিল্লি পুলিশ ছেড়ে দিয়েছিল, এবার কর্নাটকে এফআইআর

নয়াদিল্লি: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইকে নজিরবিহীন ভাবে জুতো ছোঁড়ার ঘটনা গোটা দেশে সমালোচনার ঝড় তোলে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোনিয়া গান্ধী। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দিল্লি পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই না নিয়ে ছেড়ে দেয় অভিযুক্ত আইনজীবী রাকেশ কিশোরকে। সেই রাকেশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার এফআইআর দায়ের হল বেঙ্গালুরুর বিধানসৌধ থানায়। প্রশ্ন উঠেছে, উপযুক্ত কারণ ছাড়াই দিল্লি পুলিশ যখন কথায় কথায় হেনস্থা করে যাকে-তাকে, এমনকী তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও আচরণ করে প্রতিহিংসামূলক, তখন প্রধান বিচারপতির উপর উগ্র হিন্দুত্ববাদীর এই জঘন্য আক্রমণের ক্ষেত্রে নীরব কেন দিল্লির গেরুয়া পুলিশ? এদিন আইনজীবী রাকেশ কুমারকে সাসপেন্ড করেছে বার কাউন্সিল। এদিকে অতর্কিত সেই হামলার একসপ্তাহ পরে এদিন মুখ খুললেন প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। বৃহস্পতিবার তাঁর প্রতিক্রিয়া, সোমবারের ঘটনায় আমি স্তম্ভিত। পুরো বিষয়টি আমার কাছে বিস্মৃত অধ্যায়। বিচারপতি এও জানান তাঁর সহকর্মী বিনোদ চন্দ্রন ওই ঘটনায় চমকে গিয়েছিলেন। আর এক বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার মন্তব্য, সেইদিনের ঘটনার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির পাশে দাঁড়িয়ে বিচারপতি ভুঁইয়া বলেন, এই বিষয়ে আমার নিজের মতামত আছে। তিনি দেশের প্রধান বিচারপতি। এটা কোনও তামাশার বিষয় নয়, ওই আক্রমণ সুপ্রিম কোর্টের প্রতি অবমাননাকর। এর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ করা উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন সিটার জেনারেল তুষার মেহতাও এই ঘটনাকে ক্ষমার অযোগ্য বলে তুলে ধরেন। এজলাসে এই প্রসঙ্গ ক্রমশই বিস্তারিত হওয়ায় প্রধান বিচারপতি বিষয়টি থামিয়ে দেন, তিনি বলেন, আমরা বিষয়টি মাথা থেকে বার করে দিয়েছি। এরপর তিনি আদালতের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন।

ভূমিধসে দুর্গতদের ঋণমকুবে অস্বীকার কেন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনা কেরল হাইকোর্টের

তিরুবনন্তপুরম : ওয়েনাড়ের ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করতে কেন্দ্র অস্বীকার করায় গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করল কেরল হাইকোর্ট। কেন্দ্রের যুক্তিকে আমলাতান্ত্রিক বকবকানি বলে মন্তব্য করে ভর্ৎসনা করল উচ্চ আদালত। বিচারপতি এ কে জয়শঙ্কর নাম্বিয়ার এবং বিচারপতি যোবিন সেবাস্টিয়ানের ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, কেরলের জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পূরণ করেনি প্রত্যাশাও। রাজ্য কিন্তু কেন্দ্রের অনুদান কিংবা দাতব্য ছাড়াই চলতে পারে। কেন্দ্রের আইনজীবীকে বেঞ্চ সাফ জানায়, আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম যে এটা এমন কোনও পরিস্থিতি নয় যে অসহায় বোধ করবে কেন্দ্র। দয়া করে কেন্দ্রীয়

ওয়েনাড়

সরকারকে বলুন যে তারা কেরলের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। হলফনামা দিয়ে আসলে আবার দেখালেন যে আপনারা ক্ষমতার যুক্তির আড়ালে লুকিয়ে আছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ঋণ মকুবের কোনও আইনি সংস্থান নেই—কেন্দ্রের এই যুক্তিকে আদালত কেবলমাত্র আমলাতান্ত্রিক বকবকানি বলে অভিহিত করে। বেঞ্চ প্রশ্ন করে, আসল বিষয়টি হল কেন্দ্র কাজ করতে ইচ্ছুক কি না। আদৌ সক্ষম কি না, তা কিন্তু নয়। যদি আপনারা কাজ করতে ইচ্ছুক না হন, তবে সাহস করে বলুন। আপনারা কাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন? আদালত আইনজীবীকে আইনি জটিলতার আড়ালে না লুকিয়ে বরং খোলাখুলিভাবে বলতে বলে যে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক নয়। বিচারপতি

নাম্বিয়ার আরও বলেন, দয়া করে আপনাদের সরকারকে জানান যে এই ধরনের কৌশল কাজে আসবে না। যদি তাদের সাহস থাকে, তবে তারা বলুক যে তারা সাহায্য করতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু অন্তত জনগণের জানা উচিত যে এমন কঠিন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের হতাশ করেছে। ওয়েনাড়ের পুনর্বাসন প্রচেষ্টা তদারকি করতে আদালত নিজেই যে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা শুরু করেছিল, এদিন তারই শুনানি ছিল।

দেশ বিদেশ

10 October, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রবল অর্থসংকট। তাই এবার রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বজুড়ে ন'টি শান্তিরক্ষা অভিযানে প্রায় ২৫ শতাংশের বেশি সেনা ও পুলিশ সদস্য কমাচ্ছে। এর আগে চলতি অর্থবর্ষে ২০ শতাংশ বাজেট কমিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয়ও

হরিয়ানার পুলিশকর্তার আত্মহত্যা বিজেপি রাজ্যে বেআব্রু প্রশাসন

সুইসাইড নোটে জাতিগত বৈষম্য ও মানসিক হেনস্থার অভিযোগ

ডিজি-সহ দায়ী অফিসারদের শাস্তি চান আইএএস স্ত্রীও

চণ্ডীগড়: খোদ বিজেপি রাজ্যে প্রশাসনের শীর্ষস্তরে মানসিক নিপীড়ন ও অন্যায় চাপ তৈরির মারাত্মক অভিযোগ। জাতিগত বৈষম্য ও হেনস্থার অভিযোগ তুলে এক পুলিশকর্তার আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। বিজেপি শাসিত হরিয়ানার অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ তথা সিনিয়র আইপিএস আধিকারিক ওয়াই. পুরান কুমারের মৃত্যু আলোড়ন ফেলেছে রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে। খোদ ডিজিপির বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষিতে তাঁকে ছুটিতে পাঠানোর সম্ভাবনা। এদিকে শীর্ষ পুলিশকর্তার মৃত্যু সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসায় হরিয়ানার পুলিশ ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। আত্মঘাতী পুলিশকর্তার স্ত্রী নিজেও প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় আইএএস অফিসার।

গত ৭ অক্টোবর চণ্ডীগড়ে নিজের বাসভবনে আত্মহত্যা করেন পুলিশকর্তা পুরান কুমার। মৃত্যুর পর বাসভবন থেকে উদ্ধার হওয়া তাঁর স্বাক্ষর-সহ আট পাতার সুইসাইড নোটে বারবার 'জাতিগত বৈষম্য', 'মানসিক হয়রানি', 'প্রকাশ্যে অপমান' এবং 'অত্যাচার'-এর উল্লেখ রয়েছে। সেইসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, একশ্রেণির অসৎ অফিসার কীভাবে প্রশাসনের অন্দরমহলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সেই তথ্য। এই বিস্ফোরক চিঠিটি বিজেপি শাসিত হরিয়ানার প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও দুর্নীতির বৃত্তকে ফাঁস করে দিয়েছে।

২০০১ ব্যাচের আইপিএস আধিকারিক পুরান কুমার অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে এসেছিলেন এবং দীর্ঘ পুলিশ জীবনে হরিয়ানায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি অম্বালা ও রোহতক পুলিশ রেঞ্জের প্রধান থাকার পাশাপাশি হোমগার্ডস, টেলিকমিউনিকেশনস এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের প্রধান ছিলেন। তাঁর সুইসাইড নোট থেকে স্পষ্ট হয়, কীভাবে প্রশাসনের সিস্টেমের মধ্যে ক্রমাগত অপমান ও পক্ষপাতিত্ব তাঁকে নিজের জীবন শেষ করে দিতে

বাধ্য করেছে। মৃত আধিকারিকের স্ত্রী, আইএএস আধিকারিক অমনীত পি. কুমার ৮ অক্টোবর চণ্ডীগড় পুলিশের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি হরিয়ানার ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ শত্রুজিত সিং কাপুর এবং রোহতকের পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট নরেন্দ্র বিজারনিয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি তাঁর স্বামীর প্রতি জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ তুলে এই বরিষ্ঠ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান। তিনি বলেন, এই শীর্ষকর্তাদের লাগাতার চাপের ফলেই তাঁর স্বামীকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। নিজের অভিযোগে অমনীত কুমার লিখেছেন, এটা সাধারণ আত্মহত্যার ঘটনা নয়, বরং আমার স্বামীর (একজন তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের আধিকারিক) ওপর ক্ষমতাবান ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পদ্ধতিগত নির্যাতনের সরাসরি ফল। তাঁরা তাঁদের পদমর্যাদা ব্যবহার করে তাঁকে মানসিকভাবে নির্যাতন করেছেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে এমন এক পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছেন যে তাঁর কাছে আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। চণ্ডীগড় পুলিশ বর্তমানে মামলার তদন্ত করছে। তবে অমনীত কুমারের সুনির্দিষ্ট অভিযোগগুলি নিয়ে শত্রুজিত সিং কাপুর বা নরেন্দ্র বিজারনিয়া কেউই জনসমক্ষে কোনও বক্তব্য দেননি। আত্মঘাতী পুলিশকর্তার স্ত্রী অমনীত কুমার বর্তমানে হরিয়ানা সরকারের বৈদেশিক সহযোগিতা বিভাগের কমিশনার ও সচিব পদে কর্মরত। তাঁর স্বামী চণ্ডীগড়ে তাঁদের বাসভবনে গুলি করে আত্মহত্যা করার সময় তিনি হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সাইনির নেতৃত্বে একটি সরকারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জাপান সফরে ছিলেন। পুরান কুমারের নোটে বলা হয়েছে, ২০২০ সাল থেকে লাগাতার তাঁর বিরুদ্ধে জাতিগত বৈষম্য শুরু হয়। তারপর থেকে তিনি পদ্ধতিগত এবং ক্রমাগত লক্ষ্যবস্তু হওয়ার সম্মুখীন হয়েছেন। স্ত্রী অমনীত কুমার বলেন, আমি শুধু আমার পরিবারের জন্য নয়, বরং প্রতিটি সৎ আধিকারিকের জীবনের মূল্য এবং মর্যাদার জন্য আবেদন করছি।

ত্রিপুরায় চাপ বাড়াল তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর)

কুণাল ঘোষ বলেন, আমরা ডিজির সঙ্গে কথা বলার পর থানায় তথ্যপ্রমাণ-সহ সব জমা দিয়েছি। আশা করি প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। পুরোনো আক্রমণের বিষয়গুলোও আমরা তুলেছি। ব্যবস্থা চেয়েছি। যে বা যারা পার্টি অফিস ভেঙেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও আগরতলা ও ত্রিপুরা জুড়ে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বিজেপিকে কটাক্ষ করে কুণাল বলেন, ত্রিপুরার নেতারা বহাল তবিয়তে বাংলাতে ঘুরে বেড়ান। যে-বিপ্লব দেবের আমলে তৃণমূলের ওপর চরম আক্রমণ নেমে এসেছিল তিনি তো বাংলাতে দলের মঞ্চ থেকে বিয়ে বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কই কেউ তো কিছু বলছে না! কিন্তু এখানে তৃণমূলকে দেখলে বিজেপির প্যানিক হয়। মনে রাখতে হবে তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরায় প্রাসঙ্গিক বলেই বারবার আঘাত নেমে আসে। ত্রিপুরার মানুষকে ধন্যবাদ তাঁরা আমাদের নানাভাবে তথ্য-প্রমাণ-ভিডিও দিয়ে সাহায্য করছেন। কুণাল বলেন, এখানে দেখলাম পুজোর শোভাযাত্রা হচ্ছে। এটা তো (কার্নিভাল) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় রেড রোডে অনেক বছর আগে চালু করেছেন। এখন ত্রিপুরায় হচ্ছে! ত্রিপুরাবাসীকে বলব, আপনারা জেরক্স কপি নেবেন কেন অরিজিনাল নিন!

টাটা গ্রুপের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি, হস্তক্ষেপ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি: ভারতের বৃহত্তম সংস্থা টাটা গ্রুপ-এর হোল্ডিং কোম্পানি টাটা সন্সে অভ্যন্তরীণ সংঘাত তীব্র হয়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব ঠেকাতে এবার আসরে নামল কেন্দ্র। টাটা ট্রাস্টের শীর্ষ নেতৃত্বকে কঠোর বার্তা দিয়েছে মোদি সরকার। টাটা ট্রাস্টের মধ্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে এবং দেশের প্রথম সারির এই শিল্পগোষ্ঠীর কাজে যেন বিভেদ যেন না ছড়ায়, সেই বিষয়ে সরকার জোর দিয়েছে। রতন টাটার মৃত্যুর পর টাটা সংস্থার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বাড়ায় উদ্বিগ্ন বিনিয়োগকারীরাও।

জানা গিয়েছে, টাটা ট্রাস্টের চারজন ট্রাস্টি চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা-র কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে 'সুপার বোর্ড'-এর মতো কাজ করছেন, যা এই উত্তেজনার প্রধান কারণ। সম্প্রতি টাটার শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তাঁরা টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা, ভাইস-চেয়ারম্যান বেণু শ্রীনিবাসন, টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন এবং ট্রাস্টি দারিউস খাম্বাটাকে কড়া

স্থিতিশীলতা ফেরানোর নির্দেশ

বার্তা দিয়েছেন। কেন্দ্রের বার্তা, যে কোনও উপায়ে স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ ফাটল যেন টাটা সন্সের পরিচালনকে প্রভাবিত না করে। এই গোষ্ঠীকে অস্থির করে তুলতে পারে এমন ট্রাস্টিদের সম্ভাব্য অপসারণ-সহ কঠোর পদক্ষেপ নিতে সরকার সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের নেতৃত্বকে বার্তা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রী টাটা প্রতিনিধিদের আরও মনে করিয়ে দেন যে গোষ্ঠীর আকার, বাজার প্রভাব এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে ট্রাস্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদারিত্ব কার্যত জনসাধারণের দায়িত্ব বহন করে। আলোচনায় নিয়ন্ত্রক বিষয়গুলিও উঠে আসে, যার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার টাটা সন্স সহ উচ্চ-স্তরের নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থাগুলির তালিকাভুক্তির আদেশ এবং টাটা সন্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশীদার শাপুরজি পালোনজি গ্রুপের সঙ্গে বিবাদ সমাধানের উপায় সন্ধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈঠকের পর, টাটার চারজন প্রতিনিধি সংক্ষিপ্ত অভ্যন্তরীণ আলোচনা করে মুম্বই ফিরে যান। বৃহস্পতিবার টাটা সন্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রতন টাটার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত দু'দিনের স্মরণসভা শুরু হয়েছে। তার আগে কেন্দ্রীয় সরকার চলমান উত্তেজনাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। সরকারের আশা, টাটার ট্রাস্টগুলি অভ্যন্তরীণভাবে এবং গোপনে, কোনও প্রকাশ্য সংঘাত বা বৃদ্ধি ছাড়াই মতপার্থক্য সমাধান করবে। টাটা গ্রুপের ঘনিষ্ঠ সূত্র একটি টিভি চ্যানেলকে জানিয়েছে যে টাটা ট্রাস্টের চার ট্রাস্টির অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার নীরব দর্শক সরকার হতে পারে না। কারণ এই অবস্থা সংস্থার মধ্যে গুরুতর কর্পোরেট গভর্নেন্স উদ্বেগ বাড়িয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, রতন টাটার মৃত্যুর পর থেকেই ট্রাস্টের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভাজন রয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে এই ফাটল আরও স্পষ্ট হয়েছে, যেখানে দোরাবজি টাটা ট্রাস্টের চারজন ট্রাস্টি একদিকে এবং নোয়েল টাটা-সহ অন্য তিনজন অন্যদিকে অবস্থান করছেন।

ব্রিটেনের ন'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হবে ভারতে: স্টার্মার

মুম্বই: শিক্ষা ও গবেষণার পথ প্রশস্ত করতে এবং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আদানপ্রদান বাড়াতে ভারতে ক্যাম্পাস খুলবে ব্রিটেনের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম ভারত সফরে এসে ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বইয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের পর এই ঘোষণা করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। লেবার পার্টির নেতা তথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ককে ইতিবাচকভাবে রক্ষা করতে আগ্রহী তাঁর সরকার। শিল্প-বাণিজ্য এবং শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রকেই অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হচ্ছে।

বুধবার সকালে স্টার্মার মুম্বইয়ে আসেন। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে সাক্ষাৎ করেন দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী। এদিনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাণিজ্যচুক্তি ছাড়াও দু'দেশের অর্থনীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের উন্নতি সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকের পর এক যৌথ বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ভারত এবং ব্রিটেন দীর্ঘদিনের বন্ধু। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন রক্ষায় দুই দেশই সমানভাবে উদ্যোগী। সমমনস্ক দুই দেশ একে অপরের উন্নতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য দায়বদ্ধ। বৈঠকে আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা নিয়েও শোকপ্রকাশ করেছেন স্টার্মার। পাশাপাশি, যৌথ বিবৃতিতে গাজা শান্তিচুক্তির প্রশংসা করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী।

হাঙ্গেরির সাহিত্যিক সাহিত্যে নোবেলজয়ী

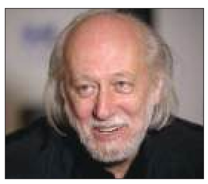

স্টকহোম: ২০২৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পাচ্ছেন হাঙ্গেরির সাহিত্যিক লাজলো ক্রাজনাহোরকাই। নোবেল কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অসাধারণ সৃজনশীলতার সঙ্গে অতলস্পর্শী সম্মোহনী ক্ষমতা রয়েছে তাঁর রচনায়। হাঙ্গেরির সাহিত্যিক লাজলোর শিল্পকর্মকে মনোমুগ্ধকর এবং দূরদর্শী বলে উল্লেখ করেছে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি।

৭১ বছরের লাজলো ক্রাজনাহোরকাইয়ের জন্ম ১৯৫৪ সালে। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সটানটাঙ্গো'। প্রথম উপন্যাসেই সাড়া জাগান লেখক। তবে 'হার্শট ০৭৭৬৯' উপন্যাসের কথা আলাদা ভাবে উল্লেখ করেছে নোবেল কমিটি। বলা হয়েছে, এই উপন্যাসে হাঙ্গেরির সামাজিক অস্থিরতার চিত্র চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নোবেল কমিটির মতে, এক দুর্দান্ত সমসাময়িক জার্মান উপন্যাস লিখেছেন সাহিত্যিক লাজলো।

আসছে আয়ুষ্মান খুরানার নতুন হরর কমেডি ছবি 'থামা'। সদ্য ম্যাডক হরর কমেডি ইউনির্ভার্সে যোগ দিয়েছেন তিনি। এই ছবিতে একটি ভ্যাম্পায়ারের চরিত্রে অভিনয় করবেন আয়ুষ্মান

দেবী চৌধুরাণী

মুক্তি পেয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী' অবলম্বনে পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রের পিরিয়ডিক ড্রামা 'দেবী চৌধুরাণী'। কে এই দস্যুরাণী! তিনি বাস্তব নাকি মিথ! ইতিহাস, স্বপ্ন, কল্পনা, জনশ্রুতির মেলবন্ধনে তৈরি এই ছবি কেমন হল। দেখে এসে লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার'

এই মন্ত্র যুদ্ধেও সত্য আবার জীবনেও সত্য। পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রের 'দেবী চৌধুরাণী' ছবির শেষে ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছিল এই গানটি। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বড় প্রিয় এই গান। 'দেবী চৌধুরাণী' বাংলার এক দুর্ধর্ষ ডাকাতরানির রোমহর্ষক গল্প, রক্ত-গরম-করা এক দেশপ্রেমের, স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনি। দেবী চৌধুরাণীকে বাঙালির জনমানসে চিরস্থায়ী করেছেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'— এই তিনটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'ত্রয়ী উপন্যাস' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তার মধ্যে অন্যতম এই 'দেবী চৌধুরাণী'। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাস এই ২০২৫-এও কত প্রাসঙ্গিক! এই নিয়ে তিনবার সেলুলয়েডে। ১৯৪৯ সালে সুমিত্রা দেবী অভিনীত, ১৯৭৪ সালে সুচিত্রা সেন অভিনীত এবং এ-বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'দেবী চৌধুরাণী' মুক্তি পেল। এ ছবি যেন পুরুষতান্ত্রিকতার মাঝে নারীশক্তির উদযাপন, পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে মাতৃতন্ত্রের সজোর প্রতিবাদ। এমন এক নারীর গল্প যে আমাদের ঘরের মেয়ে। বাংলার সেন্টিমেন্ট। বাংলার মাটির গন্ধ তাঁর গায়। কোন দক্ষিণী স্টান্ট নয় যিনি রানির মতো বিদ্যুতের ঝলকে তলোয়ার চালাতেন। তাই এখানেই মনে হয় শেষ হবে না 'দেবী চৌধুরাণী'র চলচ্চিত্রায়ণ। এক কালাতীত গল্প, মিথ, ফ্যাক্টস, স্বপ্ন, ইতিহাস, জনশ্রুতি— সব মিলিয়ে এ এক এমন কাহিনি যা বারংবার দেখতে সমান আগ্রহী হবেন দর্শক আর বারবার তৈরি হবে এমন ছবি।

গল্পের প্রেক্ষাপট বাংলার সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কয়েক বছর আগে সাল ১৭৭২ তখন বাংলার বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস। সেই সময় বাংলার শোচনীয় অবস্থা। সেই অবিভক্ত বাংলার রংপুরের সরলা পল্লিবালা প্রফুল্লর ডাকাতরাণী হয়ে ওঠা এবং তার স্বাধীনতা সংগ্রাম ছবির বিষয়। ছবিতে খোলা চুলে কপালে রক্ততিলক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে তিনি যখন ইংরেজ বাহিনীকে দমন করতে যান, সত্যিই তাঁকে 'দেবী' মনে হয়।

আজও জলপাইগুড়ির শিকারপুরের মন্দিরে 'দেবী' হিসেবেই পূজিতা হন 'দেবী চৌধুরাণী'। জলপাইগুড়ি, বক্সার, শিকারপুর, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলমহল ছিল ডাকাতরাণী দেবী চৌধুরাণীর চারণভূমি। কথিত আছে তিনি নাকি রাণীর বেশে ডাকাতি করতেন। আর ধনী জমিদারদের লুঠ করে গরিব প্রজাদের অকাতরে সেই অর্থ দান করতেন। দেবীর গুরু দস্যু সন্ন্যাসী ভবানীচরণ পাঠক তাঁকে উদ্ধার করে নিজে হাতে দলের প্রধান মহিলা নেত্রী হিসেবে তৈরি করেছিলেন। দেবী চৌধুরাণীর জীবনে ভবানী পাঠকের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ভবানী পাঠক ও তার দলবল রঙ্গরাজ, নিশি, দেবী চৌধুরাণী খাজনা আদায়ের নামে জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিলেন। ছবি নিয়ে বেশ গবেষণা করেছেন পরিচালক বোঝাই যায়। ছবির চিত্রনাট্য, সংলাপ, সৃজন— সবটাই পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রের। গল্পে অনেক সৃজনশীল বদল এনেছেন যেগুলো দেখলে কোথাও সুর-তাল কাটে না। জীবন্ত ইতিহাসকে টানটান করে বুনেছেন। এই ছবি যেন শেষ হয়েও ঠিক শেষ হয় না তাও ছবির শর্ত মেনে ক্লাইম্যাক্স রাখতেই হয় সেটা তোলা থাক যাঁরা এখনও ছবিটা দেখেননি তাঁদের জন্য।

ছবির নাম ভূমিকায় শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় এককথায় দুর্দান্ত। গ্রামের সরলা সাহসী প্রফুল্ল থেকে ক্ষুরধার দস্যুরাণী হয়ে ওঠার প্রতিটা ধাপ গায়ে কাঁটা দেয়। তিনি কামব্যাক করলেন অনবদ্যভাবে। তবে এই ছবির ভরকেন্দ্র ভবানীচরণ পাঠক। তাঁকে দেখে একটা কথাই মনে হয় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সত্যি কি ৬৩ বছরে পা রেখেছেন! এতটা ফিটনেস কী করে! পাগড়ি বাঁধা, রক্তবর্ণ পোশাক পরিহিত দুরন্ত এক দুস্য-সন্ন্যাসী। তিনিই এই ছবির নায়ক, গল্পের চালিকাশক্তি। বিদ্রোহী, দরিদ্রের মসিহা, দুর্দমনীয়। তাঁর যোগ্য সহযোগী দস্যুরাণী দেবী চৌধুরাণী। প্রসেনজিতের পাশে শ্রাবন্তী যেন চট্টোপাধ্যায় জানপ্রাণ লড়িয়ে দিয়েছেন। নিজেকে 'দেবী চৌধুরাণী' করে তুলতে সবটুকু ঢেলে দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ এবং শ্রাবন্তীর অনবদ্য রসায়ন গোটা ছবি জুড়ে। দেশেপ্রেমের জয়গান, নিপুণ যুদ্ধকলা, শাণিত তলোয়ারে সম্মুখ সমর, দেশমাতৃকার প্রতি সমর্পণ, লালমুখো ইংরেজ এবং ইংরেজ তোষণকারী ও গরিবের রক্তশোষণকারী জমিদারদের ওপর প্রতিশোধ রক্ত গরম করে দেয়। সেই সঙ্গে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস, মুনরো এবং ম্যাকেনঞ্জি সাহেবের বিরুদ্ধে মজনু শাহ আর ভবানী পাঠকের একযোগে লড়াই একতা ও সম্প্রীতির ভাবনাকে তুলে ধরে। নিশি চরিত্র বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়ের উপরি পাওনা। তাঁর অভিনয় ভীষণভাবে মনে থেকে যাবে, রঙ্গরাজের চরিত্রে অর্জুন চক্রবর্তী অসাধারণ। সাগর-বউয়ের চরিত্রে দর্শনা বণিক খুব ভাল। দেবী চৌধুরাণীর শ্বশুর জমিদার হরবল্লভের চরিত্রে সব্যসাচী চক্রবর্তী সাবলীল। আবহ সঙ্গীত এবং সঙ্গীত এই ছবির আসল সম্পদ। সঙ্গীত পরিচালক বিক্রম ঘোষ সত্যিই অতুলনীয়। গান গেয়েছেন উজ্জয়িনী মুখোপাধ্যায় ও তিমির বিশ্বাস, ইমন চক্রবর্তী, দুর্নিবার সাহা প্রমুখ। ক্যামেরায় অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় দারুণ। সম্পাদনার জন্য প্রশংসা প্রাপ্য সুজয় দত্তরায়েরও।

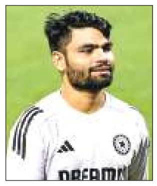

দাউদ ইব্রাহিমের নাম করে রিঙ্কু সিংয়ের কাছে ৫ কোটি দাবি, গ্রেফতার দু'জন

রিচার লড়াইয়েও হার ভারতের

ভারত ২৫১ (৪৯.৫ ওভার)
দক্ষিণ আফ্রিকা ২৫২-৭ (৪৮.৫)

বিশাখাপত্তনম, ৯ অক্টোবর: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ বেলায় ঝড় তুলে দলকে রক্ষা করেছিলেন রিচা ঘোষ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আরও কঠিন পরিস্থিতিতে আট নম্বরে নেমে ব্যাটিং তাণ্ডব বঙ্গ কন্যার। শিলিগুড়ির মেয়ের ৭৭ বলে ৯৪ রানের বিস্ফোরক ইনিংসও কাজে এল না ভারতীয় বোলারদের ব্যর্থতায়। ভারতের ২৫১ রান তাড়া করতে নেমে ৮১-৫ হয়ে গিয়েও দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা সাত বল হাতে রেখে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতে নিল ৩ উইকেটে। সৌজন্যে আট নম্বরে নামা নাদিন ডি'ক্লার্কের ৫৪ বলে অপরাজিত ৮৪ রানের দুরন্ত ইনিংস ও সাত নম্বরে ব্যাট করা ক্লোয়ি ট্রিয়নের লড়াকু ৪৯। এই ম্যাচে ভারতের হার অনেক প্রশ্ন তুলে দিল। বারবার নিচের সারির ব্যাটারদের উপর নির্ভর করে ম্যাচ জেতা যায় না। বোলাররাও এদিন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ব্যর্থ। ধারাবাহিকভাবে যেখানে ব্যর্থ হচ্ছেন হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানার মতো তারকারা। চলতি বিশ্বকাপে প্রথম হারের স্বাদ পেয়ে অনেক প্রশ্ন নিয়েই রবিবার অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ভারত।

ভারতের মহাতারকারা আরও একটি ম্যাচে ব্যর্থ। স্মৃতি মান্ধানা (২৩) আবারও বড় রান পেলেন না। অধিনায়ক হরমনপ্রীতের হাল আরও খারাপ। মাত্র ৯ রান করেন এদিন। জেমাইমা রডরিগেজ কোনও রান না করেই ফিরলেন। ওপেনার প্রতীকা প্যাটেল (৩৭) কিছুটা লড়াই করেন। অগত্যা এদিনও আট নম্বরে নেমে হাল ধরতে হয় সেই রিচাকে। তিনি যখন ব্যাট করতে নামেন তখন ভারতের স্কোর ছিল ৬ উইকেটে ১০২ রান। তখনও বাকি ২৪ ওভার। প্রথমে আমনজ্যোত কৌর ও পরে স্নেহ রানার সঙ্গে জুটি বাঁধেন রিচা। ৫৩ বলে হাফ সেঞ্চুরির পর গিয়ার বদলে ফেলেন বাংলার মেয়ে। শেষ ১০ ওভারে ভারত করে ৯৮ রান। রিচার পরের ৪৪ রান আসে মাত্র ২৪ বলে। তাঁর ৯৪ রানের মধ্যে ৬৮ এল বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারিতে। দক্ষিণ আফ্রিকার যে বোলিং আক্রমণের সামনে কোণঠাসা ছিলেন মান্ধানা, হরমনপ্রীতরা, সেই বোলিং নিয়েই কার্যত ছেলেখেলা করেন রিচা। তাঁর ১১টি চার ও ৪টি ছক্কার এই ইনিংস মনে রাখবেন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু দিনের শেষে রিচার ইনিংস কাজে এল না।

রিচার ইনিংস কাজে এল না। (ডানদিকে) নাদিনকে নিয়ে উচ্ছ্বাস দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতীয় পেসার ক্রান্তি গৌড় ও আমনজ্যোত ফিরিয়ে দেন তাজমিন ব্রিটস ও সানে লুসকে। ভারতীয় বোলারদের দাপটে একটা সময় ৮১ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। একটা প্রান্ত আগলে লড়াই জারি রেখেছিলেন অধিনায়ক লরা উলভার্ট (৭০)। ক্রান্তি তাঁকে ৩৬তম ওভারে বোল্ড করার পর মরিয়া লড়াই চালিয়ে যান ট্রিয়ন ও ডি'ক্লার্ক। ৪৬তম ওভারে ট্রিয়নকে আউট করেন স্নেহ। কিন্তু এরপরই আগ্রাসী মেজাজে একের পর এক চার, ছক্কা হাঁকিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জিতিয়ে দেন ডি'ক্লার্ক। ক্রান্তির এক ওভারে নেন ২২ রান। তিনিই ম্যাচের সেরা।

অনিশ্চিত কামিন্স, নেতা হয়তো স্মিথ

অ্যাশেজ সিরিজ

সিডনি, ৯ অক্টোবর: অ্যাশেজের আগে ধাক্কা অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। পিঠের চোটে প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার মুখে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ২১ নভেম্বর পারথে শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট। কিন্তু কামিন্সের চোটের যা পরিস্থিতি তাতে অভাবনীয় কিছু না ঘটলে তারকা পেসারের পক্ষে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট খেলা সম্ভব নয়। এমনকী বাকি সিরিজেও অস্ট্রেলীয় অধিনায়কের খেলা নিয়ে সংশয় থাকছে।

সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের খবর অনুযায়ী, পারথে প্রথম টেস্টে অন্তত কামিন্সের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তিনি না খেললে অস্ট্রেলিয়াকে সম্ভবত নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। কামিন্সকে পিঠের চোট ভোগাচ্ছে গত জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ থেকে। এখন পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। তাই প্রথম টেস্টে অন্তত কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না অস্ট্রেলিয়া টিম ম্যানেজমেন্ট এবং নির্বাচকরা।

মার্কি সিরিজের শুরুতে কামিন্সকে না পেলে অ্যাসেজ ধরে রাখার লড়াইয়ে বড় ধাক্কা হবে অস্ট্রেলিয়ার জন্য। উইকেটকেটিং বোলার থেকে দলের নেতৃত্ব, লোয়ার ডাউনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার, কামিন্সের ভূমিকা অস্ট্রেলিয়া টিমে দারুণ ভারসাম্য আনে। কিন্তু অধিনায়ককে না পেলে অস্ট্রেলিয়ার জন্য তা যতটা চাপের, ততটাই ইংল্যান্ডের জন্য স্বস্তির। ২০১১ থেকে অ্যাসেজে ঘরের মাঠে অপরাজিত অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের সামনে মর্যাদার সিরিজ পুনরুদ্ধারের সুযোগ রয়েছে এবার।

জয়ী আর্জেন্টিনা

সান্তিয়াগো: অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নাইজেরিয়াকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে শেষ আটে উঠেছে তারা। ম্যাচে ১ মিনিট ৬ সেকেন্ডেই আলেহো সারকোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। ২৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মাহের কারিজ্জো। ৫৩ মিনিটে ব্যক্তিগত দ্বিতীয় তথা দলের তৃতীয় গোলটি করেন কারিজ্জো। ৬৬ মিনিটে ৪-০ করেন মাতেও সিলভেত্তি। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার সামনে মেক্সিকো। শেষ ষোলোর অন্য একটি ম্যাচে জাপানকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ আটে উঠেছে ফ্রান্স।

ভয়কে জয় করেই সাফল্য : সূর্য

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর: টি-২০ বিশ্বকাপ দিয়ে শুরু। এরপর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও এশিয়া কাপ। শেষ ১৫ মাসে তিন-তিনটে ট্রফি জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। অথচ একটা সময় ছিল, নকআউট পর্বে গিয়ে বারবার মুখ থুবড়ে পড়তেন ভারতীয়রা। সূর্যকুমার যাদবের দাবি, এর রহস্য হল ক্রিকেটীয় দর্শনে বদল আনা।

এক অনুষ্ঠানে সদ্য এশিয়া কাপজয়ী অধিনায়ক বলেছেন, গত দেড় বছর ধরে আমরা কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে শুরু করেছি। এর জন্য নিজেদের ক্রিকেটীয় দর্শনে কিছুটা বদল আনতে হয়েছে। নকআউট পর্বে এখন আমরা চাপমুক্ত হয়ে মাঠে নামি। খোলা মনে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। রেজাল্ট নিয়ে মাথা ঘামাই না। ব্যর্থ হওয়ার ভয় পাই না। আর এই ভয়কে জয় করতেই সাফল্য ধরা দিতে শুরু করেছে।

সূর্য আরও যোগ করেছেন, ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপের পর থেকেই আমাদের ড্রেসিংরুমে এই সংস্কৃতি গড়ে উঠতে শুরু করে। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করেছিলাম, অনেক হয়েছে, এবার কিছু করে দেখাতে হবে।

সূর্য আরও জানিয়েছেন, রোহিত শর্মার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দাদা-ভাইয়ের। ২০১০-১১ সালে মুম্বইয়ের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আমার অভিষেক হয়। তখন থেকেই ওর সঙ্গে পরিচয়। মাঝে আমি কলকাতা নাইট রাইডার্সে চলে গিয়েছিলাম। ২০১৮ সালে যখন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফিরে আসি, তখন রোহিত অধিনায়ক। এরপর তো রোহিত ভারতের অধিনায়কও হয়েছে। ওর কাছ থেকে নেতৃত্বের অনেক কিছু শিখেছি।

আনন্দের বিরুদ্ধে এগিয়ে কাসপারভ

সেন্ট লুইস, ৯ অক্টোবর: সেন্ট লুইস চেস ক্লাবে আয়োজিত দ্য লেজেন্ডস টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে বিশ্বনাথন আনন্দকে টেক্কা দিলেন গ্যারি কাসপারভ। দীর্ঘ ৩০ বছর পর ফের মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই কিংবদন্তি দাবাড়ু। ফলে আনন্দ ও কাসপারভের দ্বৈরথ নিয়ে বাড়তি উত্তেজনা ছিল। প্রথম দিনের লড়াইয়ের শেষে ২.৫-১.৫ পয়েন্টে এগিয়ে রইলেন কাসপারভ।

র‍্যাপিড রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে আনন্দ দাপট দেখালেও, শেষ পর্যন্ত তা ড্র হয়। র‍্যাপিডের দ্বিতীয় ম্যাচেও কোনও নিষ্পত্তি হয়নি। এরপর শুরু হয় ব্লিৎজ রাউন্ড। সেখানে প্রথম গেমে কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলা কাসপারভ জয় তুলে নেন। দ্বিতীয় ব্লিৎজ গেম শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে।

প্রসঙ্গত, মোট তিনদিন ধরে চলবে এই টুর্নামেন্ট। প্রতিদিন চারটি করে খেলা হবে। দু'টি র‍্যাপিড এবং দু'টি ব্লিৎজ। প্রথম দিনে প্রতিটি জয়ের জন্য এক পয়েন্ট করে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় দিনে তা বেড়ে হয়ে দুই এবং তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে প্রতিটি জয়ের জন্য তিন পয়েন্ট করে পাওয়া যাবে। ১২ ম্যাচের এই টুর্নামেন্টে বিজয়ী পাবেন ৭০ হাজার ডলার। রানার্স আপ পাবেন ৫০ হাজার ডলার। যদি ড্র হয়, তাহলে উভয়েই ৬০ হাজার ডলার করে পাবেন।

সালাহর জোড়া গোলে বিশ্বকাপে মিশর

কাসাব্লাঙ্কা, ৯ অক্টোবর: আট বছর পর ফের বিশ্বকাপের মূলপর্বে মিশর। বাছাই পর্বে জিবুতিকে ৩-০ গোলে হারাতেই, এক ম্যাচ হাতে রেখেই ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট আদায় করে নিলেন মহম্মদ সালাহরা। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক সালাহ নিজেই।

এই নিয়ে চতুর্থবার বিশ্বকাপ খেলবে মিশর। শেষবার তারা খেলেছিল ২০১৮ সালে। তবে ২০২২ বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রসঙ্গত, ১৯তম দেশ হিসাবে আগামী বছরের বিশ্বকাপ খেলা পাকা মিশরের। ৪৮টি দেশের টুর্নামেন্টে জায়গা করে নেবে আরও ২৭টি দল। জিবুতির বিরুদ্ধে ৮ মিনিটেই ইব্রাহিম আদেলের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মিশর। এরপর ১৪ এবং ৮৪ মিনিটে জোড়া গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন সালাহ। ৯ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে আফ্রিকা অঞ্চলের গ্রুপ এ-র শীর্ষে রইল মিশর।

গোলের পর সালাহর উৎসব।

এদিকে, মিশরের বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার দিনে জয় পেয়েছে ঘানাও। তারা ৫-০ গোলে হারিয়েছে প্রতিপক্ষ সেন্ট্রাল আফ্রিকা রিপাবলিককে। যা পরিস্থিতি, তাতে শেষ ম্যাচে কমরোসের বিরুদ্ধে ড্র করলেই বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠে যাবে ঘানাও। অন্যদিকে, লিবিয়াকে হারালেই প্রথমবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করত কেপ ভার্দে। কিন্তু ৩-৩ ড্র করে অপেক্ষা বাড়ল তাদের। এবার শেষ ম্যাচে ইসোয়াতিনিকে হারালেই বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে যাবে তারা।

অন্তর্বাসে জাতীয় পতাকার ছবি, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে বিতর্কে ভারতীয় ওয়াটারপোলো দল

বাংলার রহিমেই মানরক্ষা

সিঙ্গাপুর ১ ভারত ১

সিঙ্গাপুর, ৯ অক্টোবর : আট বছর আগে অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে প্রথমবার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ইছাপুরের রহিম আলি। বিশ্বকাপে গোল করতে পারেননি। এরপর সিনিয়র জাতীয় দলের হয়ে ১৪ ম্যাচ খেলে ফেললেও প্রথম গোলের জন্য রহিমকে অপেক্ষা করতে হল অনেকটা সময়। সিনিয়র ভারতীয় দলের জার্সিতে ১৫তম ম্যাচে অবশেষে প্রথম গোল পেলেন মোহনবাগান অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা বাংলার রহিম। বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এমন একটা সময় রহিম গোল করলেন, যখন ভারতের হার কার্যত নিশ্চিত ছিল। ০-১ গোলে পিছিয়ে ছিল দল। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে সিঙ্গাপুরের খেলোয়াড়ের ভুল পাস ধরে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান ভারতের রহিম। দ্বিতীয়ার্ধ প্রায় পুরোটাই দশজনে খেলে রহিমের এই গোলেই ম্যাচ ১-১ ড্র করতে পারল খালিদ জামিলের ভারত। আনোয়ার আলি রক্ষণে একা কুম্ভ হয়ে লড়াই করেন। গোলে গুরপ্রীত সিং সান্ধুও ছিলেন রক্ষাকর্তা। ফলে এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারছে ভারত।

গ্রুপে ৩ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে উঠলেও এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ওঠার সম্ভাবনা কমছে ভারতের। হংকং এদিন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিতে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে। ১৪ অক্টোবর গোয়ায় সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ফিরতি ম্যাচ জিততেই হবে সুনীল ছেত্রীদের। না হলে এশিয়ান কাপে খেলার আশা কার্যত শেষ হয়ে যাবে।

এদিন গোটা ম্যাচে সেভাবে সুযোগই পায়নি খালিদের দল। আক্রমণভাগে সুনীল ছেত্রী একা পড়ে যাচ্ছিলেন। আক্রমণে কোনও ধার ছিল না ভারতের। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে রক্ষণের ভুলে গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ে খালিদের দল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ভারতের উপর বিপর্যয় নেমে আসে। সন্দেশ ঝিঙ্গান লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ে। এরপর ভাগ্য ছিল ভারতের যে, পুরো দ্বিতীয়ার্ধ ১০ জনে খেললেও সিঙ্গাপুর আর গোল সংখ্যা বাড়াতে পারেনি।

গোলদাতা রহিমকে (মাঝে) ঘিরে উচ্ছ্বাস সতীর্থ সাহাল ও ছাংতের। বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরে।

অধিনায়ক গিলকে সমর্থন সৌরভের

প্রতিবেদন : রোহিত শর্মাকে সরিয়ে একদিনের অধিনায়ক করা হয়েছে শুভমন গিলকে। যা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন হরভজন সিং-সহ অনেক প্রাক্তন তারকা। যদিও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআইয়ের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে নেতা গিলের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। শুধু তাই নয়, পরের বিশ্বকাপে রোহিত এবং বিরাট কোহলির খেলা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সিএবি সভাপতি।

বৃহস্পতিবার সৌরভ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, রোহিতকে সরিয়ে শুভমনকে একদিনের ফরম্যাটের অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তে কোনও ভুল দেখছি না। শুভমন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভাল নেতৃত্ব দিয়েছে। তাই একদিনের অধিনায়ক হিসাবে ওকে বেছে নেওয়া হয়েছে। শুভমন খুব প্রতিভাবান। সফল অধিনায়ক হওয়ার সব গুণ ওর মধ্যে রয়েছে।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আরও বলেছেন, আমি নিশ্চিত, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বোর্ড এবং নির্বাচকরা রোহিতের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিলেন। রোহিতও অসাধারণ অধিনায়ক। ওর নেতৃত্বে আমরা টি-২০ বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছি। তবে একটা সময় সবাইকেই সরে যেতে হয়। এটাই নিয়ম। ২০২৭ বিশ্বকাপে রোহিত ও বিরাটের খেলার সম্ভাবনা নিয়ে সৌরভের বক্তব্য, আমি নিশ্চিত নই। বিশ্বকাপের এখনও দুটো বছর বাকি। ২০২৭ সালে রোহিতের বয়স হবে ৪০। ওই বয়সে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খেলা চালিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। এই কথাটা শুভমনের জন্যও প্রযোজ্য। ৪০ বছর বয়সে শুভমনও খেলা চালিয়ে যেতে পারবে না।

এদিকে, বন্যার কবলে পড়া উত্তরবঙ্গের পাশে দাঁড়িয়েছেন সৌরভ। নিজের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সৌরভ গাঙ্গুলি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের জন্য বিপুল ত্রাণ পাঠিয়েছেন তিনি। প্রায় ২২ হাজার পরিবারের জন্য খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়েছেন সৌরভ।

বিক্ষোভের মধ্যেই পাঁচ গোলে শুরু বাগানের

প্রতিবেদন : ইরানে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচ খেলতে না যাওয়ায় মোহনবাগান কোচ, ফুটবলার, ম্যানেজমেন্ট কর্তারা সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে পড়েছে। প্র্যাকটিসের পর ম্যাচেও বিক্ষোভ জারি থাকল। বৃহস্পতিবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএফএ শিল্ডে মোহনবাগানের ৫-১ গোলে জয়ও থামাতে পারল না 'গো ব্যাক' স্লোগান। কার্যত গোটা ম্যাচ জুড়ে গ্যালারিতে বিক্ষোভ, স্লোগান চলল। জেমি ম্যাকলারেনদের গোল-উৎসবও কমাতে পারল না সেই ক্ষোভের আগুন। ম্যাকলারেন, আলবার্তো রডরিগেজের জোড়া গোল। একটি গোল করার পাশাপাশি তিনটি অ্যাসিস্টে দুরন্ত পারফরম্যান্স বাগানের ব্রাজিলীয় তারকা রবসন রোবিনহোর। তবে বিশ্বমানের গোল করে ম্যাচের সেরা ম্যাকলারেন। প্রতিপক্ষ গোকুলাম কেরল এফসি প্রতিরোধ গড়তেই পারেনি। রবসন, ম্যাকলারেনরা বুঝিয়ে দিলেন, মাঠের বাইরের ঘটনা তাঁদের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলেনি।

বৃহস্পতিবার মোহনবাগানের শিল্ড অভিযান শুরুর ম্যাচ বয়কট করেন সমর্থকেরা। গ্যালারিতে সাকুল্যে ৫০০-র বেশি দর্শকও ছিল না। ম্যাচ শুরুর আগে ইরান না যাওয়া নিয়ে 'ভীরু ম্যানেজমেন্ট', 'গো ব্যাক' পোস্টার হাতে গ্যালারিতে দেখা যায় কিছু সমর্থককে। পুলিশ 'শেম শেম' পোস্টার কেড়ে নেয়। ম্যাচ শুরুর পর সমর্থকদের সংখ্যা কিছুটা বাড়ে। দুপুরের পর আকাশের মুখ ছিল ভার। কিন্তু মাঠে ঝলমলে মোহনবাগান। শিল্ডের শুরুতেই ফাইভ স্টার পারফরম্যান্স জোসে মোলিনার দলের। গোকুলামের বিরুদ্ধে শুরু থেকে খেললেন রবসন। তিনটি অ্যাসিস্ট এবং একটি গোল।

বিরতিতে ২-০ এগিয়ে ছিল মোহনবাগান। তার মধ্যে রবসনের পাস থেকে একটি গোল আলবার্তোর। অন্যটি ম্যাকলারেনের 'বিস্ময়' ফিনিশ! দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আপুইয়ার আত্মঘাতী গোলে ২-১। ব্যবধান কমলেও ম্যাচে ফিরতে পারেনি গোকুলাম। বাকি সময়ে বাগান ঝড়ের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে যায় কেরলের দলটি। ৫১ মিনিটে রবসনের সেন্টার থেকে ফের হেডে গোল আলবার্তোর। ৫৬ মিনিটে সবুজ-মেরুন জার্সিতে নিজের প্রথম গোল পান রবসন। ব্রাজিলীয়র শট পোস্টে লেগে জালে জড়ায়। ৭৫ মিনিটে পঞ্চম গোল মোহনবাগানের। অভিষেকের পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল ম্যাকলারেনের। গ্যালারিতে বসে ম্যাচ দেখেন মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বোস ও সভাপতি দেবাশিস দত্ত। ম্যাচে বিক্ষোভ নিয়ে সচিব বলেন, এই দলটা অনেক সাফল্য পেয়েছে। এভাবে একটা ম্যাচে এমন আচরণ না করলেই পারত। এটা কাম্য ছিল না।

বিশ্বমানের গোলের পর ম্যাকলারেন।

শেষ চারে বাংলা

প্রতিবেদন : সিনিয়র জাতীয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় গ্রুপ শীর্ষে থেকেই সেমিফাইনালে উঠল বাংলা। বৃহস্পতিবার নারায়নপুর রামকৃষ্ণ মিশন গ্রাউন্ডে বাংলার মেয়েরা আয়োজক ছত্তিশগড়কে ৩-০ গোলে হারাল। বাংলার হয়ে সুলঞ্জনা রাউল জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি করেন সঙ্গীতা বাসফোর। আগামী সোমবার সেমিফাইনালে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলবে বাংলার প্রমিলা ব্রিগেড। প্রতিযোগিতায় গোয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ ড্র করার পর জয়ের হ্যাটট্রিক করল বাংলার মহিলা দল।

মেয়েদের জয়

প্রতিবেদন : মেয়েদের জাতীয় টি-২০ টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল বাংলা। বুধবার টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের কাছে হেরে গিয়েছিলেন বাংলার মেয়েরা। তবে বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচে রাজস্থানকে ৮ উইকেটে হারিয়েছেন তিতাস সাধুরা। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে মাত্র ১০৪ রান তুলেছিল রাজস্থান। বাংলার মনিকা মাল ২টি উইকেট পান। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৭.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১০৫ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা। তনুশ্রী ৪৯ ও ষষ্ঠী মণ্ডল অপরাজিত ৩৪ রান করেন।

অবসর নিতে কেউ বাধ্য করেনি:অশ্বিন

চেন্নাই, ৯ অক্টোবর : গত বছরের শেষে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির মাঝপথে আচমকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ৩৯ বছরের প্রাক্তন তারকা অফ স্পিনার এতদিন পর তাঁর অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলেছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন জানিয়েছেন, তাঁকে অবসর নিতে কেউ বাধ্য করেনি। এটা তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল।

গত বছর ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে তৃতীয় টেস্টের পরই হঠাৎ অবসর ঘোষণা করেন অশ্বিন। জল্পনা তৈরি হয়েছিল, দেশের বাইরে ধারাবাহিকভাবে সুযোগ না পাওয়ার হতাশাতেই হয়তো টেস্ট ক্রিকেট ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তিনি। কিন্তু অশ্বিন বলেছেন, কেউ আমাকে বলেনি যে, তোমাকে অবসর নিতে হবে। দলে তোমার জন্য আর কোনও জায়গা নেই। তবে আমাকে ২-৩ জন বলেছিল, অবসরের সিদ্ধান্ত না নিতে। কিন্তু আমি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আসলে তারা চেয়েছিল, আমি যেন আরও কিছুদিন খেলা চালিয়ে যাই। প্রাক্তন তারকার সংযোজন, রোহিত শর্মা (তখন অধিনায়ক) আমাকে বলে, আরও একবার ভাবতে। গোতি ভাইও (কোচ গৌতম গম্ভীর) ভাবতে বলেছিল। কিন্তু আমি এই বিষয়ে (অবসর) বেশি কথা বলিনি অজিত আগারকরের (নির্বাচক প্রধান) সঙ্গে। অবসরের সিদ্ধান্ত খুবই ব্যক্তিগত। এগুলো ব্যক্তিগত থাকাই ভাল। বিরাট, রোহিতের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছিল। বিরাট কোহলি ওয়ান ডে ক্রিকেটের কিংবদন্তি। ২০২৩ বিশ্বকাপে বিরাট ও রোহিত যেভাবে ব্যাট করেছিল, তাতে তাদের প্রমাণ করার কিছু নেই। দু'জনের মধ্যেই অনেক ক্রিকেট বাকি আছে। আমি মনে করি না, কোনও নির্বাচক বা কোচ তাদের বলতে পারবেন যে, তোমাদের আর প্রয়োজন নেই। ওদের অভিজ্ঞতা দোকানে কিনতে পারবেন না!

মাঠে ময়দানে
10 October, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাক ক্রিকেটার আরবার খানের বিয়েতে গিয়ে এশিয়া কাপ ট্রফি নিয়ে প্রশ্নে জর্জরিত মহসিন নকভি

ফের বিতর্কে সেই ফারহান

এই বিজ্ঞাপন নিয়েই যত বিতর্ক।

করাচি, ৯ অক্টোবর : এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরি করে 'একে-৪৭' উল্লাস করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন পাকিস্তানের ব্যাটার সাহিবজাদা ফারহান। আইসিসি তাঁকে সতর্ক করার পরেও নিজেকে শোধরাননি। দেশে ফিরে কয়েকটি বিজ্ঞাপনের মুখ হয়েছেন ফারহান। একটি বিজ্ঞাপনে আবার 'একে-৪৭' উল্লাস করে দেখিয়েছেন পাক তারকা। সেই বিজ্ঞাপন সামনে আসার পর ফের বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরির পর ফারহান তাঁর ব্যাটের হাতলটিকে কাঁধের কাছে রেখে এমনভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন যেন বন্দুক চালাচ্ছেন! সেই ছবি ভাইরাল হতেই বিতর্ক শুরু হয়। বিসিসিআই ফারহানের উৎসব নিয়ে আইসিসি-র কাছে অভিযোগ জানায়। আইসিসি তাঁকে সতর্ক করে ছেড়ে দেয়। কিন্তু পাক ব্যাটার বিতর্ক জিইয়ে রাখলেন।

ঐতিহ্যের মাঠে ২-০-র হাতছানি

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : দরিয়াগঞ্জ থেকে আইটিও-র দিকে এগোলে প্রথমে পড়ে আম্বেদকর স্টেডিয়াম। বহু ঐতিহ্যের ফুটবল মাঠ। তার ঠিক লাগোয়া পূর্বতন ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়াম। এখন যার নাম বদলেছে। তবে স্থানীয়রা সেই কোটলাই বলে।

আশপাশে কয়েকটি মিডিয়া হাউস। তার আগে বাঁদিকে চোখে পড়বে গাছ-গাছড়ায় ঘেরা বড় পার্ক। ওটা ফিরোজ শাহর নামে। বাঁদিকে ঘুরলে স্টেডিয়ামে ঢোকার পথ। শুক্রবার এই পথেই দিল্লিবাসীরা ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট দেখতে যাবেন। তবে বলে রাখা ভাল আমেদাবাদে প্রথম টেস্টে লোক হয়নি। এই টেস্টেও মানুষের সাড়া নেই। কিন্তু স্টেডিয়াম ৪৮ হাজারের। কতটা ভরানো যাবে সেটাই ডিডিসিএ-র চ্যালেঞ্জ।

রায়ান টেন দুশখাতে ইঙ্গিত দিয়েছেন ভারত হয়তো প্রথম টেস্টের দল নিয়ে খেলবে। যদি সেটাই হয় তাহলে বুমরা-সিরাজ কারও বিশ্রাম হচ্ছে না। কিন্তু এই মাঠের ইতিহাস বলছে এখানে স্পিনারদের হাতে থাকে ম্যাচের চাবিকাঠি। ব্ল্যাক সয়েল। ডে থ্রি থেকেই বল ঘোরে। অনিল কুম্বলে এই মাঠে ২৬ বছর আগে জিম লেকারের মতো এক ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন। এখন দিল্লিতে বল দেরিতে ঘোরে। তবে ঘোরে অবশ্যই। নেই মাইলস্টোন আছে এখানে। ১৯৮৩-তে সুনীল গাভাসকর এই দিল্লিতে ২৯ টেস্ট সেঞ্চুরি করে স্যার ডনকে ছুঁয়েছিলেন। ২০০৫-এ গাভাসকরের ৩৪ টেস্ট সেঞ্চুরি ঠিক এখানেই টপকে গিয়েছিলেন শচীন তেন্ডুলকর। তবে আর একটা তথ্য। ১৮৮৩-তে পত্তন হওয়া কোটলায় প্রথম টেস্ট হয়েছিল ১৯৪৮-এ। কি আশ্চর্য, তখন যারা ভারতের মুখোমুখি হয়েছিল, আজও সেই তারাই সামনে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ কি নতুন লড়াই দিতে পারবে? জমাতে পারবে রাজধানী টেস্ট?

টিম ইন্ডিয়ার নেটে সতীর্থ সাই সুদর্শনকে ব্যাটিং টিপস দিচ্ছেন অধিনায়ক শুভমন। দর্শক আরেক সতীর্থ যশস্বী। বৃহস্পতিবার কোটলায়।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে যা ইঙ্গিত এসেছে তাতে দলে পরিবর্তন হচ্ছে না। অর্থাৎ দুই সিমার বুমরা ও সিরাজ। তিন স্পিনার জাদেজা, কুলদীপ এবং ওয়াশিংটন সুন্দর। সিমার অলরাউন্ডার নীতীশ। বুমরাকে নিয়ে বিশ্রামের হাওয়া উঠেছিল। কিন্তু তাঁর সামনে লম্বা বিশ্রাম রয়েছে। বুমরা অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের দলের নেই। তাই কিছুটা ব্রেক পেয়ে যাবেন। সিরাজ আবার একদিনের দলের আছেন। ফলে দিল্লিতে তাঁকে খেলানো হবে কিনা প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু সিরাজকে খেলানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

টিম ইন্ডিয়ার নেটে আবার দেখা গেল অধিনায়ক শুভমন গিলকে সতীর্থ সাই সুদর্শনকে আলাদা করে সময় কাটাতে। টেস্টে এখনও প্রত্যাশিত সাফল্য পাননি সুদর্শন। সতীর্থকে ব্যাটিং টিপস দেওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছুটা সময় থ্রো ডাউনও দেন শুভমন। শেষবার ভারত দিল্লিতে টেস্ট খেলেছে ২০২৩-এ। অস্ট্রেলিয়াকে তারা ছয় উইকেটে হারিয়েছিল। এই টেস্টেও শুভমনরা প্রবল ফেবারিট। বুধবার রাতে গম্ভীরের বাড়িতে ওপেন এয়ার ডিনার ছিল দলের জন্য। একটা জিনিস তাতে পরিষ্কার যে রস্টন চেজের দল টিম গম্ভীরদের উপর তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি।

বৃহস্পতিবার মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে শুভমনও বলে গেলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটাররা এখন টি-২০ ক্রিকেটে বেশি আগ্রহী। টেস্ট ক্রিকেট যে শিকড়, সেটা ওরা ভুলেই গিয়েছে। এখনই ওদের বেসিকটা ঠিক করতে হবে। টেস্ট ক্রিকেটে ভাল খেলতে পারলে, বাকি ফরম্যাটেও সাফল্য পাবে। চেজ আবার আমেদাবাদে ইনিংস হারের পর দেশের ক্রিকেট পরিকাঠামো, আর্থিক সমস্যার কথা বলেছেন। কিন্তু বাইশ গজে ক্রিকেটটাই যে তাঁরা খেলতে পারেননি সেকথা কে বলবে!

গিলের পরিকল্পনায় রোহিত-বিরাট

২০২৭ বিশ্বকাপ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : শুভমন গিলের বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় ভালভাবেই রয়েছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি! শুক্রবার থেকে দিল্লিতে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছিলেন শুভমন। কিন্তু সিংহভাগ প্রশ্নই ভেসে এল রোহিত ও বিরাটকে নিয়ে। আর প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকরের উল্টো সুরে কথা বললেন শুভমন।

কোটলার ২২ গজ দেখছেন গম্ভীর। পাশে শুভমন, জাদেজা ও কুলদীপ।

অস্ট্রেলিয়া সফরের দল নির্বাচনের পর আগারকর জানিয়েছিলেন, ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপে রোহিত ও বিরাটের খেলা নিশ্চিত নয়। শুভমন যদিও বলে দিলেন, রোহিত ভাই ও বিরাট ভাইয়ের যে অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা রয়েছে, তা খুব কম ক্রিকেটারেরই আছে। খুব কম ক্রিকেটারই ওদের মতো দলকে এত ম্যাচ জেতাতে পেরেছে। এমন দক্ষতা, মান এবং অভিজ্ঞতা বিশ্বের খুব কম ক্রিকেটারের রয়েছে। একদিনের দলে ওদের এখনও প্রয়োজন। তাই বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় ওরা ভাল ভাবেই রয়েছে।

রোহিতকে সরিয়ে তাঁকে একদিনের অধিনায়ক করা হয়েছে। যা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। যদিও এদিন শুভমন স্পষ্ট জানিয়েছেন, রোহিতের ক্রিকেটীয় দর্শন মাথায় রেখেই তিনি সাদা বলে নেতৃত্ব দেবেন। শুভমনের বক্তব্য, রোহিত ভাইয়ের থেকে অনেক কিছু শিখেছি। এর মধ্যে একটা হল ওর ঠান্ডা মাথা। রোহিত ভাই যেভাবে গোটা দলের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করেছিল, সেটা আমিও বজায় রাখতে চাই। এই গুণগুলো ওর কাছ থেকে নিতে চাই। শুভমনের সংযোজন, আমি ভবিষ্যতের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছি। তবে সেটা বর্তমানকে উপেক্ষা করে নয়। অতীতে আমি কী করেছি, বা দল কী সাফল্য পেয়েছে, সেসব মাথায় রাখছি না। আমি সামনের দিকে তাকাচ্ছি। আমি তিন ফরম্যাটেই চুটিয়ে খেলতে চাই।

নির্বাচিত হওয়া তো আমার হাতে নেই

অস্ট্রেলিয়া সফরে বাদ পড়া নিয়ে শামি

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : চোট সারিয়ে পুরোপুরি ফিট। সুযোগ পেয়েছেন বাংলার রঞ্জি দলেও। কিন্তু জাতীয় দলে ব্রাত্যই থেকে গিয়েছেন মহম্মদ শামি। অস্ট্রেলিয়া সফরে তাঁর বাদ পড়া নিয়ে ক্রিকেট মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। অবশেষে এই নিয়ে মুখ খুলেছেন শামি।

তিনি বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া সফরে আমার বাদ পড়া নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। আমি এটাই বলব, নির্বাচিত হওয়া তো আমার হাতে নেই। তার জন্য নির্বাচক কমিটি রয়েছে। কোচ এবং অধিনায়ক রয়েছে। ওরা যদি মনে করে, দলে আমাকে দরকার, তাহলে নিশ্চয়ই ডাকবে। যদি মনে করে, আরও বেশি সময় নেবে, সেটাও ওদের হাতে। আমার ফিটনেস খুব ভাল জায়গায় রয়েছে। আরও উন্নতি করার চেষ্টা করছি। দলীপ ট্রফিতে ভালই খেলেছি। ফিটনেস নিয়ে এখন আর কোনও সমস্যা নেই। শুভমনের ওয়ান ডে নেতৃত্ব নিয়ে শামির বক্তব্য, এই বিতর্ক নিয়ে প্রচুর মিম তৈরি হচ্ছে। তবে এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। বোর্ড, নির্বাচক ও কোচ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুভমন তো ইংল্যান্ডে গিয়ে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে। গুজরাট টাইটান্সেরও অধিনায়ক। তাই ওর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। কাউকে না কাউকে তো দায়িত্ব দিতেই হয়।